CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 December, 2020 ■ আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ৭ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মহিলাসহ তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বিলোনীয়া, ২২ ডিসেম্বর।। রাজ্যের পৃথক স্থানে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায়। রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে মন্তব্য করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, গলায় পরনের ওড়না জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন বছর কুড়ির গৃহবধূ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন ভিতরগুল গ্রামে। আত্মঘাতী গৃহবধূ রেজওয়ানা পারভিন। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বছর দেড়েক আগে স্থানীয় লালছড়া গ্রামের রেজওয়ানা পারভিন নামের এক যুবতীকে প্রেম করে বিয়ে করে ভিতরগুল গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে কয়েস আহমেদ ওরফে রাজু। দাম্পত্য জীবনের শুরুতে উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। তবে বছর খানেকের মাথায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কারণে-অকারণে ঝগড়া-বচসা লেগেই থাকত, শোনা গেছে গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে। এদিকে গত লকডাউনের সময় স্বামী কয়েস আলির ব্যবসায় ভাঁটা পড়ে। আর্থিক অনটনের ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনে কলহ আরও বাড়তে থাকে।

ইত্যবসরে লকডাউন শিথিল হওয়ার পর কাজের তাগিদে গত ১২ ডিসেম্বর স্বামী কয়েস বেঙ্গালুরুতে পাড়ি দেন। কিন্তু স্বামী বেঙ্গালুরুং যান তাতে স্ত্রী রেজওয়ানার নাকি মত ছিল না। তার ইচ্ছা ছিল, স্বামী এখানে থেকেই রোজগার করুন।

এদিকে স্বামী বেঙ্গালুরুতে পৌঁছার মাত্র আটদিনের মাথায় গত রবিবার সকালে ফোনে স্ত্রীর সাথে দীর্ঘক্ষণ বার্তালাপ হয়। এদিন বেলা দেড়টা নাগাদ স্ত্রী রেজওয়ানা সুযোগ বুঝে পরিবারের লোকদের চোখের আড়ালে তার শয়নকক্ষে সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না জড়িয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই দাবি করছেন মৃতের শ্বশুর বাড়ির লোকজন। তবে রেজওয়ানার দেহে প্রাণ আছে মনে করে পরিবারের সদস্যরা কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর কদমতলা পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করে রেজওয়ানার মৃতদেহ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়না তদন্তের পর পরিবারবর্গের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ রেজওয়ানার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে ঘটনাকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে মামলা রুজু করেছে।

ঘটনার পরেরদিন সোমবার সকালের দিকে রেজওয়ানার বাবার বাড়ির লোকজন ছুটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁরা তাঁদের মেয়ের মৃত্যুর জন্য তার শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী ও দেবরকে দায়ী করে থানায় এক লিখিত এজাহার দাখিল করেছেন। বিষয়টি নিয়ে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এদিকে, জিরানিয়া কৃষ্ণমণি পাড়ায় রেললাইন থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম যীসব দেববর্মা।মঙ্গলবার সকালে কৃষ্ণমণি পাড়ায় রেললাইনে ওই যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন মাতারবাড়িতে খবর দেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে এসে মৃতদেহ দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারপর খবর পাঠানো হয় জিরানিয়া থানার পুলিশকে।পুলিশ এসে রেললাইন থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে বিলম্ব হাইকোর্টে আরও একটি মামলা রাজ্য সরকারকে নোটিশ

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে বিলম্বের কারণে হাইকোর্টে আরও একটি মামলা হয়েছে। ইতিপূর্বে ত্রিপুরা পিপলসফ্রন্ট মামলা করেছিল। মঙ্গলবার আদালত দুটি মামলাকে একত্রিত করে আগামী ৬ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ আজ ওই মামলায় ত্রিপুরা সরকারকে নোটিশ জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, করোনা-প্রকোপের জেরে ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এডিসি-র ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রথমে ৬ মাসের জন্য রাজ্যপালের কাছে এডিসি-র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যপাল এডিসি প্রশাসন পরিচালানায় প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। সম্প্রতি ওই ছয় মাসের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর করোনা পরিস্থিতির বিষয়টি বিবেচনা করে আরও ছয় মাসের জন্য সময়সীমা বাড়িয়েছেন রাজ্যপাল।

গত ৩ ডিসেম্বর ত্রিপুরা পিপলসফ্রন্ট হাইকোর্টে এডিসি নির্বাচনে বিলম্বের কারণে রিট আবেদন দায়ের করেছিল। এখন হাইকোর্টে আরও একটি মামলা দায়ের হয়েছে। জনৈক অপু দেববর্মা ওই মামলাটি করেছেন। এ-বিষয়ে সরকারি আইনজীবী প্রদ্যুৎ ধর জানিয়েছেন, আজ প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে অপু দেববর্মার দায়েরকৃত মামলাটি শুনানির জন্য উঠেছিল। আদালত ত্রিপুরা পিপলসফ্রন্টের দায়েরকৃত মামলার সাথে অপু দেববর্মার মামলাটি একত্রিত করেছে। পাশাপাশি ত্রিপুরা হাইকোর্ট নোটিশও জারি করেছে। তিনি বলেন, আগামী ৬ জানুয়ারি ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

খয়েরপুরে সংঘর্ষ জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবীতে চার জায়গায় অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। গত রবিবার খয়ের পুর রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে মঙ্গলবার খয়ের পুর বিধানসভা এলাকার চারটি স্থানে পথ অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করেছে বিজেপি। অবরোধ আন্দোলনে শামিল হয় বিজেপি নেত্রী বৃন্দ অভিযোগ করেছেন এরপরের প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র করেন নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিরোধীদল সিপিএমের গুন্ডাবাহিনী নিরীহ যুবকদের রক্তাক্ত করেছে।

এধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের জড়িত প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর সহ অন্যান্যদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে দল।যতদিন পর্যন্ত প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর সহ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা না হবে ততদিন পর্যন্ত

তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবে বলেও জানিয়েছে।হয়ে পড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার পথ অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করার ফলে যানচলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এর ফলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দশম ও দ্বাদশের কোনও বোর্ড পরীক্ষা নয়

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.)।। করোনা সংক্রমণের ভয়াবহতার কথা মাথায় রেখে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দশম এবং দ্বাদশের কোনও বোর্ড পরীক্ষা নেওয়া হবে না বলে মঙ্গলবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতেও সিবিএসি বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের কোনও পরীক্ষাতেই বসতে হচ্ছে না। সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এ দিন জানান, ফেব্রুয়ারির পর দেশের সর্বত্র করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে বোর্ডের পরীক্ষার দিন-ক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

একে মহামারির আবহ, তার উপর সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সামনেই দেশের ৫টি রাজ্যে ভোট রয়েছে। তাই ওই রাজ্যগুলির বোর্ডের পরীক্ষা হবে তার পরেই। একই কারণে, আইসিএসি, আইএসসি বোর্ডের পরীক্ষাও মে-জুন মাসের আগে হওয়ার সম্ভাবনা কম। সম্প্রতি এ কথা আইসিএসি স্কুলগুলির সর্বভারতীয় সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (সিআইএসসিই) প্রধান কার্যনির্বাহী ও সচিব জেরি আরথুনের কথায়, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। তাই ভোট পর্ব মেটার পরই হয়তো বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে। আজ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দশম এবং দ্বাদশের কোনও বোর্ড পরীক্ষা নেওয়া হবে না।

ফের আন্দোলনে বঞ্চিত বেকাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। চাকুরিতে নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার শিক্ষা ভবনের সামনে প্রতিবাদে সামিল হয় ফিজিকেল এডুকেশান অর্থাৎ বিপিএড ও এমপিএড পাশ করা বেকার যুবক যুবতীরা। রাজ্যে প্রায় চার শতাধিক বিপিএড ও এমপিএড পাশ করা বেকার যুবক যুবতী রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে তারা বঞ্চিত হয়ে আসছে। তাই তাদের দাবি শিক্ষা দপ্তর তাদের দিকে নজর দিক। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে শূন্যপদ গুলি রয়েছে তাতে তাদের নিয়োগ করা হোক। এইদিন হাতে প্লেকার্ড নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ এর গণঅবস্থানে শিশুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। গণ অবস্থানে অভিভাবকদেরও শামিলের পর এবার শিশুকন্যাকে গন অবস্থানে সামিল করল জয়ন্ত মুভমেন্ট কমিটি। মঙ্গলবার চাকরিচ্যুত শিক্ষকেরা সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত গন অবস্থানে এনে শিশুদের নিয়ে আবাসস্থল পিতা-মাতার চাকুরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি তুলে। কিন্তু সরকারের বক্তব্য মানবতা দিয়ে আইনের রক্ষা হয় না। সরকার সিস্টেমের বাইরে কোন কাজ করতে পারবে না। কিন্তু চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের দাবি ভিন্ন। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনা মহিলার মৃত্যু, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। রাজ্যে পথদুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রাজধানী আগরতলা শহরের শিবনগর কলেজ রোডে গাড়ির ধাক্কায় এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত মহিলার নাম জানা যায়নি। জানা গেছে ওই মহিলা সকালে বাড়ি থেকে বাজারে এসেছিলেন। বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথেই শিবনগর কলেজ রোডে একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ওই মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন।

আহত মহিলাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায় নি। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিকে দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় জনগণ গাড়িটি আটক করেন এবং চালককে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গাড়ি চালকের অসাবধানতার কারণেই এই মর্মান্তিক পথো দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।এদিকে গতকাল গভীর রাতে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ড্রপ গেটে একটি বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে দু'জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনকরে চুরি বোলেরো গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বনকর এলাকায় একটি বোলেরো গাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। গাড়ির মালিকের নাম অমল সেন।গভীর রাতে বাড়ির কাছ থেকে গাড়িটি চুরি করে নিয়ে গেছে। সিসি ক্যামেরায় চুরির দৃশ্য ধরা পড়েছে।

এব্যাপারে গাড়ির মালিক অমল সেন বিলোনিয়া থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। গাড়ির মালিক অমল সেন জানান গাড়িতে এক লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার মাল ছিল। রাতে মালবোঝাই গাড়িটি বাড়ির সামনে রেখে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঁঠালিয়ায় বিস্তর পরিমানে কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। কাঠালিয়া বনদপ্তর এর উদ্যোগে খাদ্যাখোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিনি সমিল সহ প্রচুর কাঠ উদ্ধার করেছে বনদপ্তর এর কর্মীরা।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বনদপ্তর এর কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে খাদ্যা খোলা এলাকায় বেআইনিভাবে একটি মিনি স মিল বসিয়ে কাঠ চেরাই করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাতে গিয়ে সাফল্য পেয়েছে বনদপ্তর এর কর্মীরা। খাদ্যাখোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি মিনি জেনারেটর এবং প্রচুর কাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয় ।সমিল সহ অন্যান্য সামগ্রী বনদপ্তর এর কর্মীরা বাজেয়াপ্ত করে বনদপ্তরের হেফাজতে নিয়ে এসেছে।

তবে এ ব্যাপারে কাউকে আটক করা যায়নি। বনদপ্তর কর্মীদের দেখতে পেয়ে কর্মকাণ্ডে জড়িত পালিয়ে গেছে বলে ধারণা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছতাই জীবনের মূল লক্ষ্য হোক আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। স্বচ্ছতাই জীবনের মূল লক্ষ্য হোক। প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদনে গোটা দেশ সাড়া দিয়েছে। আমরাও স্বচ্ছতাকে নিত্যদিনের জীবনশৈলীতে যুক্ত করে নেই। মঙ্গলবার আগরতলার ধলেশ্বরে ব্লু লোটাস ক্লাবের উদ্যোগে 'স্বচ্ছ আগরতলা কর্মসূচি'তে অংশ নিয়ে এভাবেই জনগণকে স্বচ্ছতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতাই একটি শহরের পরিচয় বহন করে। ঐতিহ্যমণ্ডিত আগরতলা শহরকে সুস্থ ও স্বচ্ছ রাখার লক্ষ্যে "স্বচ্ছ আগরতলা, সুস্থ আগরতলা" কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী নিজেও ঝাড়ু হাতে সাফাই করেছেন। পাশাপাশি সাফাই কর্মীদের মধ্যে সামগ্রী বণ্টন করেছেন তিনি। তাঁদের কুর্নিশ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাফাই কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর কথায়, পুর নিগমের মাধ্যমে স্বচ্ছ এবং সুস্থ আগরতলা গড়ে তোলার কাজ চলছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে জনগণের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, বর্জ্য বাড়ির বাইরে রাস্তায় ফেলব না। নিজেদের ঘর পরিষ্কার রাখার সাথে বাইরের স্বচ্ছতাও বজায় রাখব। সাফাই কর্মীদের সম্মান করব।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমাদের চতুর্পার্শ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে সাফাই কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই, স্বচ্ছতার প্রশ্নে আমাদেরও সজাগ ও সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাবাসীর সচেতনতার জন্যই করোনা-র প্রকোপ সত্ত্বেও সুস্থতার হার ৯৮ শতাংশ ছাড়িয়েছে। তাঁর আবেদন, স্বচ্ছতাকে জীবনশৈলীতে যুক্ত করে নিন। তাতে জীবন-জীবিকার পরিবর্তন হবে।

তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন। আমরাও ভারতের অংশ। তাই প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথে আমাদেরও স্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে স্বচ্ছ ভারতের স্লোগান দিয়েছিলেন তা আমজনতার জীবনশৈলীতে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার সেই বার্তা কোভিডের সময়ও কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। তাই, ১০ সপ্তাহের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিপ্লব দেবের কথায়, শহর বা এলাকা স্বচ্ছ রাখার মূল বিষয় হল জন-জাগরণ। সেই কাজের লক্ষ্যেই ১০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুর রেল স্টেশনে দুস্কৃতিদের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ ডিসেম্বর।। উদয়পুর রেল স্টেশন এখন চোর ছিনতাইকারী এবং পকেটমারদের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে। সম্প্রতি মদ ,জুয়া , দেহ ব্যবসা, কোরেক্স-ইয়াবা টেবলেট বিক্রির অবাদ বাণিজ্যের সাথে নতুন করে সংযোজিত হলো মোবাইল ছিনতাই ও পকেটমারদের বাড়বাড়ন্ত।

আজ বিকাল চারটায় উদয়পুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চন্দ্রপুর সাত নং কলোনি এলাকার বিপ্লব সাহার এনরয়েড মোবাইল, চন্দ্রপুর চার নং কলোনির আকাশ দেব ও চন্দ্রপুর চার নং কলোনির গোপাল দের নিকট থেকে সাত আট জনের একটি ছিনতাইকারী দল উল্লিখিত তিনজনকে আক্রমণ করে এবং আঘাত করে যাওয়ার সময় তিনটি দামী। মোবাইল সেট নিয়ে চম্পট দেয়।

এই ছিনতাইয়ের ঘটনা জানাজানি হতে গোটা চন্দ্রপুর, মাতাবাড়ি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করুন বিরোধী দলনেতাকে পরামর্শ বিজেপি বিধায়কের

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে অনেক রাজনীতি করেছেন। এবার অন্তত তাঁদের মঙ্গল কামনা করুন। ১৩,০০০ অশিক্ষক পদে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত দাবির প্রেক্ষিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় সমালোচনা করেছেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মন। তাঁর সাফ কথা, সংবিধান প্রদত্ত অধিকার খর্ব করে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার লক্ষ্যে বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে ওই ১৩,০০০ অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করেছিল। এর জন্য আদালতে তদানীন্তন সরকার তিরস্কৃতও হয়েছিল।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রসঙ্গে এদিন সুদীপবাবু বলেন, আইনি পথে তাঁদের সহায়তার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। তাই সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে ত্রিপুরা সরকারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু, অনৈতিকভাবে তাঁদের সহায়তার কোনও সুযোগ নেই। তাঁর আবেদন, সাম্প্রতিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করুন। কারোর প্ররোচনায় নিজেদের ভবিষ্যত নষ্ট হতে দেবেন না।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, আশিষ কুমার সাহা, সুশান্ত চৌধুরী এবং রামপ্রসাদ পাল। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

এদিন তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের ভুল নীতির কারণেই তাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শূন্যপদের মেয়াদ এক বছরের বদলে পাঁচ বছর দাবি বিজেপি বিধায়কের

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। বাম জমানায় জারি আদেশমূলে এক বছরের বেশি সরকারি পদ শূন্য পড়ে থাকলে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ, বামপন্থী ছাত্র সংগঠন বিজেপি জোট সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা বলেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মন। তিনি ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন জানান, শূন্যপদের মেয়াদ এক বছরের বদলে পাঁচ বছর করা হোক।

এদিন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, আশিসকুমার সাহা এবং সুশান্ত চৌধুরীকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিষয়ক সুদীপ রায়বর্মন। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে তদানীন্তন অর্থসচিব আরকে দে চৌধুরীর আদেশমূলে কোনও সরকারি আধিকারিক অবসরে যাওয়ার পর ওই শূন্যপদ এক বছর অতিক্রান্ত হলেই অবলুপ্ত হয়ে যায়। এ-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, কোনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ জিবি বাজারে চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার দায়ে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা হলো মধুসূদন সাহাএবং হরি পদ বিশ্বাস। তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য গত পরশু জিবি বাজারে প্রসেনজিৎ সাহা নামে এক যুবককে পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। নেশাগ্রস্ত ওই যুবককে চোর সন্দেহে গণধোলাইয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নিহত যুবকের বাড়ি বলদা খাল রোড এলাকায়। ঘটনার পর পরিবারের তরফ থেকে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।নিহত যুবক কোনভাবে কোন ধরনের চুরির ঘটনায় জড়িত নয় বলে পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে।হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৭৫ ▫ ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ▫ ৭ পৌষ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি

একটা সময় ছিল যখন পুরোপুরি বেসরকারি হাতে ছিল দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। সেই সময়ে ব্যাঙ্ক ফেল করার কথা শোনা যাইত। এমন ঘটনার জেরে আমানতকারীদের মাথায় হাত পড়িত। জমানো টাকা তাঁহারা ফেরত পাইতেন না। শুধু তাই নয়, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তাও ছিল না। বেতনও ছিল স্বল্প। মানুষের সঞ্চিত টাকার সুরক্ষার প্রশ্নে ইন্দিরা গান্ধী সরকারই প্রথম ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রয়োজন অনুভব করে। জাতীয়করণের পর আমানতকারীদের সমস্ত সঞ্চয় যেমন সুরক্ষিত হয় তেমনি ব্যাঙ্ককর্মীদের চাকরির নিরাপত্তাও বাড়ে। বলা যায়, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্তটি ছিল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা, ব্যাঙ্কের পরিষেবা প্রত্যন্ত গ্রামেও আম জনতার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া। কিন্তু বর্তমান সরকার দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন আনিবার 'অজুহাতে' ঢালাও বেসরকারিকরণে জোর দিয়া নিজেদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাইতে চাইছে। আত্মনির্ভর ভারতের স্লোগান দিয়া তাহারা বিদেশি বেসরকারি ব্যাঙ্ককে এদেশে শাখা স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়া এক ঝাঁক বেসরকারি ব্যাঙ্ককে ভারতের অর্থব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করিতে মরিয়া। ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ আর ঢালাও বেসরকারিকরণের বিপজ্জনক এই প্রবণতায় দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আদৌ কতটা শক্তিশালী হইবে তাহা বলা শক্ত। তবে আমানতকারীদের সঞ্চিত অর্থ কতটা সুরক্ষিত থাকিবে তাহা নিয়া সংশয় তো আছেই। সরকার ভুলিয়া যাইতেছে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলেই দেশের বহু মানুষ ব্যাঙ্কের সহায়তায় স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে। আসলে দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে মোদি সরকারকে বারবার বেনিয়াদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গিয়াছে। ভ্রান্ত নীতির জেরে এই মোদি জমানাতেই দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছে। দেখা দিয়াছে আর্থিক মন্দা। করোনার অনেক আগে থেকেই অর্থনীতি বেহাল হইয়াছে। নোটবন্দির ঘা এখনও শুকোয়নি। সরকার তাহার এই ব্যর্থতা ঢাকিতে করোনা সঙ্কটকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করিতেছে। অর্থনীতির মন্দার সময়ে যখন উৎপাদন কমিয়াছে, মানুষের আয় কমিয়াছে, মজুরি তলানিতে তখন বিপজ্জনক সব সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যাইতেছে এই সরকারকে। দেশের কৃষি সম্পদকে মুষ্টিমেয় কর্পোরেটের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টায় এমন কৃষি আইন তৈরি করিয়াছে যাহার বিরুদ্ধে গোটা দেশ আজ সোচ্চার। দায়িত্বপালনের অনীহায় একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ বা বিলগ্নিকরণের কাজ তাহিরা শুরু করিয়াছিল আগেই। কয়লাখনি বেসরকারি হাতে তুলিয়া দিতে এই বিজেপি সরকারই সংসদে কোল মাইন অ্যাক্ট ২০১৫ অনুমোদন করিয়াছে। সেখানেও থামেনি, দেশের গর্ব ভারতীয় রেলেরও বেসরকারিকরণে উদ্যোগী হইয়াছে! প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংস্কারের প্রসঙ্গ টানিয়া 'বেচারাম' এই সরকার কর্পোরেট স্বার্থরক্ষায় তৎপর। আত্মনির্ভরতার বদলে রেল, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে বিদেশি পুঁজিপতির হাতে তুলিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা শুধু নিন্দনীয় নয়, তাহা দেশের মানুষের স্বার্থরক্ষারও পরিপন্থী। এই কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষতিও হইয়াছে অপরিসীম।

তবু এই সরকারের হেলদোল নাই। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের যে সুফল দেশের মানুষ ভোগ করিয়াছেন এবার অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর যুক্তিতে সেখানেই হাত দিতে চলিয়াছে সরকার! কয়েক বছরআগে যখন সারা বিশ্বে আর্থিক মন্দা দেখা দিয়াছিল তখন বহু ব্যাঙ্ক বিদেশে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতে তাহার আঁচ পড়েনি শুধুমাত্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা শক্তিশালী ছিল বলিয়া। এবার সেখানে বেসরকারিকরণের দ্বার খুলিয়া দিয়া দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনিতে চলিয়াছে সরকার তাহা আসলে কর্পোরেটদেরকে খুশি করার প্রচেষ্টা মাত্র। এই ধরনের সর্বনাশা প্রয়াস হইতে সরকারকে বিরত থাকাই শ্রেয়।সরকার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেমন বিপর্যস্ত হইয়া পরিবে তেমনি সাধারণ মানুষেরও সর্বনাশ ঘটিবে।

পূর্বস্থলীর সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী

পূর্বস্থলী, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের উত্তর পূর্বস্থলী বিধানসভা কেন্দ্র ছাদনিতে একটা সভার আয়োজন করে বিজেপি। আর মঙ্গলবার দুপুরের সেই সভা থেকেই তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, "নিজের দমে মুখ্যমন্ত্রী হলে ২০০১ সালেই হতেন। আমি বলব না আমার কথা, কিন্তু নন্দীগ্রামের এতগুলো মানুষ অনেক কিছু দেখেছে। ১৯৯৭ সালের তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বিধানসভা ভোট, ১৯৯৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন ও তারপর লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কারা ছিল? সেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে আশ্রয় না দিতেন, লালকৃষ্ণ আদবানি আশ্রয় না দিতেন তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস ২০০১ সালে রাজনীতি থেকে হারিয়ে যেত।"

এদিন গেরুয়া শিবিরের কর্মী হিসেবে সভায় যোগদান করেন প্রাক্তন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ-সহ অন্যান্য নেতারাও। এদিন সভা থেকে 'ভাইপো' সম্বোধন করে তীব্র কটাক্ষ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। গরু পাচার, কয়লা পাচার ইস্যুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নেন তিনি। ফের 'তোলাবাজ ভাইপো হটাও' স্লোগান তুলে শুভেন্দু বলেন, "একুশে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে এবার শুধু কিডনি পাচার বাকি।" এদিন 'বিশ্বাসঘাতক' মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাসঘাতক নই, মীরজাফর নই। যার আত্মসম্মান আছে তিনি ওই দলটা করতে পারবেন না। ওটা একটা কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে।"

এদিনের সভায় দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমার সঙ্গে একাধিকবার অমিত জি, দিলীপ দার মতো নেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি কোনও শর্ত রাখিনি। শুধু বলেছি, তোলাবাজ ভাইপো হটাতেই হবে।" এদিন ফের তিনি বলেন, দলের সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত। কারণ, পরিবর্তনের পরিবর্তন করতেই হবে। এদিনের সভায় দাঁড়িয়েই শুভেন্দুর 'ওপেনিং ব্যাটের প্রশংসা করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

অমিত শাহর কাছে ধোকলা খেতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি স): একুশের নির্বাচনের আগেই রাজ্য বানান কেন্দ্র তরজা তুঙ্গে। কিছুদিন আগেই বোলপুরে রাজ্য সফরে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একের পর এক তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝালেন, তাঁর জমানায় বাংলায় কতটা উন্নয়ন হয়েছে। আর তারপরেই অমিত শাহর কাছে ধোঁকলা খেতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী।

একের পর এক তথ্য তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জেনে নিয়ে কথা বলা উচিত। বাংলাকে দুঃস্বপ্নের নগরী হিসেবে দেখিয়ে গিয়েছেন। বাংলা মানেই কাজ নেই। কোথায় ছিলেন সিপিএমের ৩৪ বছরে? এখন বাংলা ঝকঝক-চকচক করছে। ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ছেন। ভারতে দারিদ্র-দূরীকরণে বাংলা এক নম্বরে। একশো দিনের কাজে বাংলা শীর্ষে। গ্রামীণ আবাস ও রাস্তা নির্মাণে আমরা একনম্বর। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে শীর্ষে বাংলা"।

রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ৯০ু প্রাথমিক স্কুলে ডেস্ক নেই ৩০ু স্কুলে ভাল ক্লাসঘর নেই। এরপরে এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তোপ দাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "৯৩ু স্কুলেই আসবাব আছে। ৯৯ু স্কুলেই বিদ্যুত আছে। ১০০ু স্কুলেই শৌচাগার আছে। রাজ্যে কলেজ বেড়েছে ৫৭৭টি। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ৩০টি। সব উত্তর দিয়ে দিয়েছি। এর জন্য অমিত শাহকে ধোকলা খাওয়াতে হবে। আর একটা গুজরাটি পদ খুব ভালবাসি নামটা মনে পড়ছে না"।

ত্রিপুরায় প্রকৃত আদিবাসী বা ভূমিপুত্র কারা ?

হরিগোপাল দেবনাথ

বিগত শতকের প্রায় মধ্যভাগ থেকেই এরাজ্যে 'আদিবাসী' 'ভূমিপুত্র', 'ইন্ডিজেনাস' আর 'উদ্বাস্তু' বা 'রিফ্যুজি', 'বিদেশী' বা' ফরেনার', 'অনুপ্রবেশকারী' বা 'ঘুষপেটিয়া', 'অশ্রিত', 'শরণাহী'—ইত্যাদি বিশেষণগুলো নিয়ে জল এতটাই ঘোলা হয়ে চলেছে যে, সেই ঘোলা জলরাশি যদি সবটাই রাজ্যের নদী- ছড়ায় বহিত হয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে তো বটেই, এমনকি ভারত মহাসাগরেও গিয়ে ঠাঁই নিত, তাহলেও বোধ হয় উপসাগর কিংবা সাগর কিংবা মহাসাগরের জলের রঙ বদলও ঘটে যেতে পারত। আসলে, বর্ণহীন জল যে বরফগলা জলই হোত কিংবা বৃষ্টির জল, মাটিতে নেমে আসার পর গলিত মাটির ছোঁয়া গেলেই রঙ ধারনে বাধ্য হয়ে পড়ে। আর রঙ লাগানো জলরাশিরও কিছুটা বাষ্পকারে বায়ুতে উঠে যায় আর কিছুটা তলানিরূপে থেকে যায় বলেই হয়ত সাগর -মাহাসাগরের জলের রঙের বিকৃতি ঘটে না। প্রকৃত বিচারে ত্রিপুরার জল, পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের জল আর পাকিস্তান বা বাংলাদেশের জল আর আরবের জল---সব জায়গার জলরাশিই গিয়ে যখন সমুদ্রে একসাথে মিলে যায় যথন সেটা সাগর, উপসাগর বা মহাসাগরের নামে নামাংকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু, এ কথাও ততোধিক যুক্তিসঙ্গত কে উপসাগর, সাগরও ও মহাসাগর ইত্যাদি সমস্ত পৃথিবীরই জলরাশি একই সূত্রে গাঁথা—প্রতিটির সঙ্গেই প্রত্যেকটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত রয়েছে আর তার একটাই পরিচিতি বোধক সঙ্গত নাম জল। তদ্রূপ, বাংলার মানুষ, ত্রিপুরার মানুষ, ভারতের মানুষ, ইংলন্ডেব, জাপানের, ইরানের কিংবা গ্রীনল্যান্ডের আয়ারল্যান্ডের ইত্যাদি পৃথিবীর সমগ্র মানুষ—প্রজাতির একটাই সাধারণ পরিচিতি জ্ঞাপক নাম---মানুষ। আমেরিকান কবি সুইনবাণ তাঁর রচিত কবিতায় বলেছেন--- There is only one man is the world and his name is men.There is only one woman in the world and her neme is women. তাই, দার্শনিক শ্রীপ্রভাত রঞ্জন সরকারের রচিত সামাজিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব "প্রাউটকে" দৃষ্টিতে 'মানুষ মানুষ ভাই ভাই উঁচুনীচু বিভেদ নাই'। এ জন্যেই প্রাউটিষ্টরা সরব প্রচার চালান— 'সব মানুষের এক জাত' ও সব মানুষের ধর্ম এক'। আবার, প্রাইট-প্রবক্তার দর্শনেও তাই বলা রয়েছে---'মানব সমাজ এক ও অবিভাজ্য। মানব সংস্কৃতিও এক অবিভাজ্য, বাইরে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে যতই তার তম্য দেখা যাক না কেন। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে মূলতই মানুষের অজ্ঞতা, কূপ মণ্ডুকতা আর বুদ্ধি-বিচারশক্তির দুর্বলতার কারণে সমাজেরই মুষ্টিমেয় অথচ ক্ষমতাশালী কায়েমী স্বার্থবাদী, ভোগবাদী,--- পুঁজিবাদী ও জড়বাদীদেরই অদৃশ্য কারসাজিতে একমাত্র তাদেরই সমাজ শোষণের স্বার্থ বজায় রাখতে আচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কিত মানুষে- মানুষে ধনী -দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য, সাদা কালো, পাহাড়বাসী-সমতলবাসী, জাতি-উপজাতি ইত্যাদি বিভাজন করে রাখা হয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে ত্রিপুরা সহ উঃ পূঃ ভারতে জাতি-উপজাতি সেন্টিমেন্টাল ভিত্তিতে আর দ্বিতীয়তঃ মূল অধিবাসী আর বিহরাগত বা বিদেশী অথবা ইন্ডিজেনাস বা আদিবাসী তথা ভূমিপুত্র আর বহিরাগত বা অনুপ্রবেশকারী---ইত্যাদি নানারকমের স্পর্শকাতর ও অবক্ত সূচক সুড়সুড়ি-দায়ক সেন্টিমেন্টের সহায়তায় মানুষের মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। তবে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে--- কেন এই বিভাজন কারাই বা রয়েছে এর পেছনে। এক্ষেত্রে 'কেন বিভাজন?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেপেলে অতি সহজেই বোধগম্য হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায় 'কারা পেছনে?' ওই প্রশ্নটির মটিক জবাব অবশ্যই প্রকাশ পেয়ে যাবে। তাই, উক্ত প্রশ্নটির সঠিক উত্তরের জন্যে আমাদের একটু পেছনে তাকাতেই হচ্ছে।

ইতিহাসই সাক্ষ্য মজুত রেখেছে যে, অতীতে ইউরোপীয় বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদেরই সহ বেশ কিন্তু লুটেরা, শোষক, দস্যু তস্কর ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী অশুভ শক্তিরা বাংলার পথ ধরেই ভারতে প্রবেশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। তাদেরও মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কো-এর বণিকরা তাদেরই সেয়ানা গিরির দ্বারা বুঝে নিতে পেরেছিলেন সারা ভারতে বাঙালীরাই মস্তিষ্ক চালনায় অন্যান্যদের পেছনে ফেলে রেখেছে। অবশ্যই এর পেছনে যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সে-সব নৃতাত্বিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণ সমূহ এখানে আলোচ্য নয় বলে আপাততঃ সেগুলো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ভারতে গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু মি গোপাল কৃত্ত গোখলেও এই সত্যটুকু বুঝতে পেরেই একবার মন্তব্য করেছিলেন---" বাঙালীরা আজ যে চিন্তাটা করছে, ভারতবর্ষ সেটি ভাবতে পারছে আগামীকাল আর গোটা পৃথিবীর লোকেরা তাও ভাবতে সক্ষম তারও পরের দিন— এই বলে। যা হোক, সেয়ানা ব্রিটিশরা ভারতে ই ই কোং-এর মাধ্যমে বণিক সেজে এসে প্রধানতঃ বাংলারই ধনসম্পদ আর রূপৈশ্বর্যের মোহে পড়ে গিয়েই অবশেষ 'বাইন্যাগিরি' ছেড়ে অর্থাৎ নিছক লুট তরাজের কারবারের বদলে শোষণের সাম্রাজ্য-বিস্তারের মতলবে শাসনগন্ডই হাতিয়ে নিতে পেরেছিলেন ১৭৫৭ সালে। তারপর, ১৮৩৫ সাল নাগাদ লর্ড মেকলে নামক জনৈক শাদা সাহেবকে লন্ডন থেকে বারতে পাঠানো ইয়েছিল সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট পাটাতে এই মর্মে যে ভারতে ব্রিটিশ-প্রভুত্ব কায়েম ও নিষ্কন্টক রাখতে হলে কী কী ব্যবস্তা নেওয়া প্রয়োজন। সেকলে তখন তিনটে সুপারিশ করেছিলেন যে (১) বাঙালীর শিক্ষাও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে হবে (২) বাঙালীর দেশপ্রেম ও সংহতি চেতনাকে ধূলিসাৎ করে দিতে তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে বিনষ্ট করে দিতে হবে (৩) বাঙালীর ঐক্যবোধকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। বস্তুত ঃ এই রিপোর্ট মূলেই---(ক) ব্রিটিশ শাসকদের 'ডিভাইড্ অ্যান্ড রূল পলিসি (খ) ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাজন (গ) ভারতের বুকে জাত-পাত-বিচারের মূলে বাড়তি ইন্ধন যোগানো ও বিশেষ করে হিন্দু মুসলিম কম্যুনাল ফীলিং ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের দেহ ব্যবচ্ছেদও অবশেষে ভারত-বিভাজন ঘটানো হয়েছিল যার পরিণতি স্বরূপ আজ বাঙালীরা ভারতের বুকে 'বিদেশী' রিফ্যুজি, 'ডি-ভোটার' লাঞ্ছিত' 'অপমানিত', অচ্ছুৎ' ও 'ব্রাত্য' বলেই নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে চলেছেন। এর পেছনে বর্তমানে অন্যতম দায়ী বাঙালীর ঐক্য চেতনা আর আত্মমর্যাদা বোধের নিদারুণ অভাব। এছাড়াও, বাঙালীদের নৈতিক মেরুদণ্ড দূর্বল হয়ে গেছে ও এই জনগোষ্ঠী তামাসিকতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে বলেই এত অবজ্ঞা, অবহেলা শোষণ নিপীড়ন নির্বিবাদে সয়ে যেতে পারছে। তাইতো, আজ প্রশ্ন উঠতেও পারছে —ত্রিপুরায় তথা উঃ পূঃ ভারতের মাটিতে 'আদিবাসী' বা ভূমিকপুত্র' কারা, ইত্যাদি নিয়ে। সুতরাং, এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে হলে প্রতিটির বুদ্ধিমানও বিচারশীল মানুষ মাত্রেরই 'প্রধান কর্তব্য' বলে বিবেচিত হওয়া উচিত প্রকৃত ইতিহাসকে জেনে নেওয়া ও সত্যের সন্ধানে নিজেদের অনুপ্রানিত করে তোলা।

আসুন, এবারে ইতিহাসের পাতা খুঁজে বেড়াই। সুপ্রাচীলকালের আদি বঙ্গদেশ বলতে যা বোঝায়, তার সীমানা বিস্তৃত ছিল পূর্বে ব্রহ্মদেশ থেকে পশ্চিমে রাঢ়ভূমির পশ্চিম প্রাপ্ত পর্যন্ত আর উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রসিডেন্সি পর্যন্ত। আর সেই ভূভাগ—পুন্দ্র, গৌড়, সূক্ষ, রাঢা, তআম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল ইত্যাদি জনপদ রাষ্ট্রে বিভক্তছিল। (সূত্রঃ শ্রীভূদেব চৌধুরী রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (মি পর্যায়)—পৃঃ ৯)। সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তর পূর্ব ভারত বলে আজকে ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হয়েছে এগুলো ছিল---সমতট, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল প্রমুখদেরই কোনটি না কোনটির অন্তর্ভূক্ত।

ত্রিপুরা প্রসঙ্গে এক আলোচনায় প্রাউট দর্শনের রচয়িতা দার্শনিক শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার বলেছেন---" সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই ত্রিপুরার বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাচীনত্বের দিক থেকে রাকের পরেই এর স্থান। গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অন্তর্ভূক্ত একই মাটি, একই জল, মানুষ ও একই ভাষা নিয়ে বাঙাহীরা এখানে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বসবাস করে আসছেন। ৫০০ বছর আগেও ত্রিপুরার নাম ছিল 'শ্রীভূমি' বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালী, পার্বত্য ত্রিপরা, কাছাড়, মণিপুর, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, আরাকান রাজ্যের কিয়দংশ নিয়ে ছিল শ্রীভূম। ভারতীয় নথিপত্রে শ্রীভূমকে উপবঙ্গ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীভূম রা উপবঙ্গের অধিবাসী সবই বাঙালী। ব্যতিক্রম শুধু টিপরারা। সাড়ে পাঁচশ বছর আগে মু-চাং-ফা-এর নেতৃত্বে সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে অপত 'টিপরা' উপজাতিরা শ্রূভূমে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। (সূত্রঃ শ্রী পি আর সরকার-চরিচ কণিকায় প্রাউট বইয়ের ১৯ শ তম খণ্ড)পৃঃ ১৪৬) এখন, ত্রিপুরার প্রখ্যাত মুদ্রা গবেষক, ইতিহাস বিশেষক ও 'রাজেন্দ্র কীর্তিশালা'র প্রতিষ্ঠাতা শ্রী জহর আচার্জী মহাশয়ের রচিত 'ত্রিপুরার ইতিহাস (১ম ভাগ) বইটির বিভিন্ন পৃষ্ঠা থেকে স্পষ্ট প্রমানিত হয়েছে যে, বর্তমান ত্রিপুরার বেশির ভাগ অংশ সহ কুমিল্লা, নোয়াখালি, এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল চতুর্থ শতাব্দী থেকে এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমতট রাজ্যের অধীনে এবং পরবর্তী সময় হরিকেল রাজ্যের অধীনে ছিল। সুতরাং এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের অস্তিত্বই যে ছিল না, তা এখন আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তিপ্রা -সম্প্রদায়ের পূর্বেই 'মগ' সম্প্রদায় ত্রিপুরায় এসেছিলেন। তাঁদের পূর্বে অন্য কোন আদিবাসী সম্প্রদায় ত্রিপুরায় এসেছিলেন বলে এখন পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইদানীং দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার ইতিহাস বিকৃত করার একটা প্রয়াস চলছে (সূত্র ঃ পৃ ঃ (১—৪)

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেলচন্দ্র মজুমাদার লেখা 'বাংলাদেশের ইতিহাস'—২ য় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি কথা। এই রাজ্যের আদিম আধিবাসী ও রাজবংশ যে মঙ্গোলীয় জাতির শাখা এবং বাঙালী হিন্দুর সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করেন সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। (বি. দ্র. 'এই রাজ্যের বলতে এখানে ত্রিপুরাকেই বোঝানো হয়েছে) পৃঃ ২২)

এরপর ইতিহাস বিশ্লেষক ও মুদ্রা গবেষক শ্রী জহর আচার্জীর লিখিত "বিলুপ্ত রাজ্য সমতট ও হরিকেল-এর ইতিহাস ও সংস্কৃতি" থেকে তুলে ধরছি আরও কিছু কথা— (পৃঃ ৩৯)

" ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, মোটামুটি মেঘনা পূর্ব অংশ তথা ময়নামতী, কুমিল্লা অঞ্চল,চট্টগ্রাম, সিলেটের দক্ষিণ, এবং নোয়াখালি, চাঁদপুর, ফেনী এবং বর্তমান ত্রিপুরার অর্ধেক অংশ নিয়ে সমতট রাজ্যের অবস্থান ছিল। মোগলদের সৃষ্ট 'চাকলা রোশনাবাদ' পরে ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের জমিদারিকে সাধাণর ভাবে 'সমতল ত্রিপুরা' বলা হতো। প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপত্তি তচুদর্শ শতাব্দীতে বা এর পরবর্তী সময়ে। এর পূর্বে বর্তমান ত্রিপুরার অধিকাংশ ভূমি ছিল সমতট এবং পরে হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। তিপ্রাদের বাষা 'কক-বরক' বড়ো-ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত।

ঐতিহাসিক ড. নালিনী রঞ্জন রায় চৌধুরী তাঁর " মানিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস" গ্রন্থে কিছু মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, যেগুলো সত্য-সন্ধানীদের জন্যে অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য ঃ— (পৃঃ ১-৩০) 'মধ্যযুগে মানিক্য বংশীয় রাজারা ত্রিপুরায় একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু প্রাক মানিক্য যুগে প্রচীনকালে ত্রিপুরায় কোন সুসংবাদ স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল কিনা জানা যায় না। প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরার বেশ কিছুটা অংশ প্রচীনকালে বিভিন্ন সময়ে পূর্ব বাংলা ও সমতটের বিবিন্ন রাজবংশের রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। হান্টার সাহেবের মতে ত্রিপুরার রাজারা হচ্ছেন তিব্বত ধর্মীয় গোষ্ঠীভূক্ত। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তিপ্রাজাতিকে ভাষাগত দিক থেকে বড়ো জাতিভুক্ত বলেছেন। মানিক্য বংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষদের সেই সময় উপাধি ছিল "ফা"।

উল্লেখ্য যে, প্রাক্তন কিউরেটর শ্রীমতী ড. রত্না দাসও " ত্রিপুরা প্রসঙ্গ" (মে, ১৯৭৫ সাল) পৃঃ ১১-১৫) তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন 'এখনও পর্যন্ত এমন কোনো প্রত্ন নির্দশন আবিস্কৃত হয়নি যা খ্রিষ্টীয় সপ্তাদশ শতাব্দীর পূর্বে ত্রিপুরাতে মানিক্য বংশের ধারবাহিক আধিপত্য প্রমাণ করে। কেবলমাত্র রাজমালাকে ভিত্তি করে ত্রিপুরার পূর্ণঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যাবে না। বিনীতভাবে বলছি যে, স্থানাভাবেই এখানে অধিকতর বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। পরিশেষে বলতে হচ্ছে (১) মূলত মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত (২) তিব্বত ধর্মীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত তথা বড়ো ভাষা গোষ্ঠীভূক্ত (৩) ককবরক ভাষীরা বাংলার মাটি পূবর্তন শ্রীভূমে আর বর্তমান ত্রিপুরায় কোনমতেই "আদিবাসী" বলে বিবেচিত হতে পারেন না। এমন কি বর্তমান ত্রিপুরায় বসবাসরত কোন উপজাতিই অনুরূপ পদবাচ্য হবেন না। ত্রিপুরার আদিবাসী ও ভূমিপুত্র বলতে একমাত্র 'বাঙালী' কে বোঝানো যুক্তিসিদ্ধ হবে।

(খ) সুতরাং পলিটিক্যাল দাবারুদের কুমতলব-প্রসূত যুক্তি অনুসারেও ত্রিপুরাকে কোন বিচারেই ট্রাইব্যালল্যান্ড বলা ন্যায় সঙ্গত হতে পারেনা। ত্রিপুরা বাংলারই অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র ।

(গ) ত্রিপুরার মাটিতে তথা উঃ পূঃ ভারতের মাটিতে প্রকৃত বিচারে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুতরাই বহিরাগত। আর ভারতীয় আদিভাষা সংস্কৃতভাষা ও তজ্জাত ভাষা ভাষী না হলে তারা ভূমিপুত্র হবেন কোন যুক্তিতে? (গ) আর মনে রাখাও নিতান্ত প্রয়োজন যে বাঙালী মানেই বাংলাদেশী নন। এরূপ ধারনা রাখাও অসংবিধানিক বলেই অপরাধমূলক।

'বিজ্ঞানের বছর' রূপে ২০২০

-ডা: হর্ষ বর্দন

মানবজাতি ২০২০ সালের একটি ঘটনাই শুধু মনে করতে পারবে এবং তা অবশ্যই এক মারাত্মক ও অজানা রোগজীবানুর গল্প যা সারা বিশ্বকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে, প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে এবং অকল্পনীয় ক্ষতিসাধন করেছে অর্থনীতির। মানুষকে উদ্ধার করতে কীভাবে বিজ্ঞান ধাবিত হয়েছে ঐতিহাস সেই কথাও মনে রাখবে এবং কীভাবেই বা গবেষনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সহযোগিতা হয়ে উঠেছে আলোকপাতের বিষয় তাও মনে করবে বার বার।

২০২০ সাল হয়ে উঠেছে 'বিজ্ঞানের বছর' যখন অবসাদের মধ্য দিয়ে মানবতা শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ প্রদর্শিত হয়েছে যা কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ঘনিয়ে এসেছিল। এটা একটা তথ্যভান্ডারে রেখে দেওয়ার মতো বিষয়, রোগটির প্রকোপ বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং একইভাবে একে প্রতিহত করতে গৃহীত হয়েছে গবেষণামূলক প্রয়াস। বিজ্ঞানীরা যাতে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ভাগ করে নিতে পারে সেজন্য বৈশ্বিক পর্যায়ে বড় ধরনের সহযোগিতা গড়ে তোলা হয়েছে এবং নিরাপত্তার দিকটির সঙ্গে কোনো রকম আপোশ না করে চিকিতা, টীকাকরণ ও রোগনির্ণয় যাতে দ্রুততার সঙ্গে করা যায় সেজন্য রোগনির্ণয়িক পরীক্ষার কাজে গতি আনতে পরিকল্পনা রূপায়িত করা হয়েছে। এই সমস্ত কাজের জন্য সরকারি, ব্যবসায়িক ও জনহিতকর সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সম্পদ ও সরঞ্জাম দিতে শুরু করেছে, এ জন্যেই আমি বলছি এই বছরটি স্রেফ বিজ্ঞানের কারনেই উল্লেখযোগ্য নয়, উপরন্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও বছর।

প্রকৃত পক্ষে, বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞানীদের যে আত্মত্যাগ প্রশংসা লাভ করেছে, তা শুধুমাত্র একগুচ্ছ জীবনদায়ী ওষুধ উতাদনের জন্যই নয়, বরং তা যে অকল্পনীয় দ্রুততার সঙ্গে করা হয়েছে সেজন্যও বটে। এই সুযোগটাকে আমি গ্রহণ করেছি, যে সমস্ত সংগঠন কোভিড-১৯-এর গবেষণায় সাড়া দিয়ে সহযোগিতা করেছে ও গর্বিত করেছে আমাদের তাদের প্রত্যেকের প্রশংসায় প্রকাশ করেছি উচ্ছ্বাস।

এই অতিমারির সব চেয়ে বড় সাফল্য দলগত কাজ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যক্তিগত পুরস্কারের প্রশ্নটি সরিয়ে রেখে সঠিক ফলাফলটিকে সামনে নিয়ে এসেছে। দেশ, মহাদেশ অথবা বিশ্ব নির্বিশেষে বিজ্ঞানীরা এবং বিভিন্ন সংগঠন একটি অর্থবহ লক্ষ্যের উপর প্রকৃত অর্থেই আলোকপাত করেছেন।

অতিমারি চলাকালে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, আমরা যে কোনো পদক্ষেপের মোকাবিলা করতে পারি, আমাদের রোগনির্ণয়ের গুণমান রক্ষা করতে পারি এবং গুণমানের গুরুত্বকে অবহেলা না করে পরিচর্যা, আস্থা অর্জন ও বিশ্বাসকে সঠিক গতিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

আমি সব সময়ই ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় আমাদের সহযোগিতার ফলাফলকে সমানভাবে বন্টন করা দরকার। আমরা অবশ্যই এগুলিকে বিশ্বের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেব এবং এক সাম্যময় বিশ্ব গড়ে তুলব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যনিবাহী পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে আমি এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশ, তহবিল দানকারী সংস্থা, বিজ্ঞানী ও জনহিতৈষীদের কাছে বার বার করে বলে আসছি। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে এবং আমি এটাকে ২০২০-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন বলে মনে করি।

অতিমারির প্রেক্ষাপটে, আরো একবার এটা জোরদার হয়ে উঠেছে যে বিজ্ঞানী সমাজ সামাজিক সমস্যাগুলি মোকাবিলায় প্রাসঙ্গিক ও অপ্রতিহত প্রয়াসের স্বাক্ষর রেখেছে। এটা বললে অতিকথন হবে না যে বিগত সাড়ে ছয় বছরে আমাদের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তি বিশারদ ও উদ্ভাবকদের সুচিহ্নিত প্রয়াসের ফলে আমাদের সরকার অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজের সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৫ থেকে 'ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উতব"(আইআইএসএফ) আয়োজনের প্রয়াস কার্যত এই সত্যকেই উদযাপনের বাস্তব রূপ।

আইআইএসএফ-এর লক্ষ্য হল 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি ও গণিত" (এসটিইএম) কীভাবে আমাদের জীবন মান উন্নয়নে সমাধান প্রদান করে তা তুলে ধরা এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে জনগণকে বিজরিত করা বিজ্ঞান-ভারতী (ভিআইবিএইচএ)-এর সঙ্গে মিলিতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক, পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রক আইআইএসএফ শীর্ষক এই অপূর্ব মঞ্চ সৃষ্টি করেছে যা অনুসন্ধিতাকে উদ্দীপিত করতে এবং বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনকে আরোও ফলপ্রসু করে তুলতে চায়।

এই উতবের লক্ষ্য হল বিশেষ করে শিক্ষার্থী সমাজের কাছে পৌছানো যাতে তাদের বৈজ্ঞানিক উদ্দীপনাকে প্রজ্জ্বলিত করা যায়। যা শুরু হয়েছিল ছোট একটি অনুষ্ঠান হিসেবে, এখন ওটাই হয়ে উঠেছে বহু প্রতিক্ষিত বৃহতআকারের বার্ষিক বিজ্ঞান সমাবেশ যাতে শিক্ষার্থী, বৈজ্ঞানিক, বিদ্বজ্জন, সংবাদ মাধ্যম এবং সাধারণ মানুষ বিজড়িত হয়।

আইআইএসএফ এমন এক মঞ্চ যা সমাজের সব অংশের মানুষের জন্য উন্মুক্ত এবং এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকজন গ্রহণ করতে আসেন অভিজ্ঞতা এবং তারা উপভোগ করেন বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম, সাফল্য ও জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের উদ্ভাবনা সমূহ।

আমি এটা দেখে আনন্দিত যে আইআইএসএফ-এর প্রতিটি সংস্করণ ক্রমেই বৃহদাকার লাভ করছে, আরও উত্তম মানের হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যাক জনগণকে আকৃষ্ট করে চলেছে। এই কর্মসূচি এক গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত বিজ্ঞানের উদযাপন হিসেবে অভ্যুদিত হয়েছে। আইআইএসএফ-এ বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানমালা বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে নজির গড়েছে এবং মর্যাদাপূর্ণ গ্রিনিস বুক

ছয়ের পাতায়

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে টিংকু রায়। ছবি- নিজস্ব।

নেতাজীর জন্মদিন পালন নিয়ে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা,২১ ডিসেম্বর (হি স)। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালির আবেগ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে নিয়ে বিশেষ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে হবে নেতাজীর ওপর স্থায়ী গ্যালারি। আলো ও ধ্বণি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও হবে ওখানে।

আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মের ১২৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে। বর্ষব্যাপী আয়োজনের পরিকল্পনার দাবি উঠছে নানা মহলে। ক'দিন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজীর ব্যাপারে টিঠি দিয়েছিলেন মোদীকে। নেতাজীর ব্যাযারে মোদীর কাছে চিঠি গিয়েছে বামেদের তরফেও।

সোমবার নরেন্দ্র মোদী টুইটে লেখেন, নেতাজী সুভাষ বোসের সাহস সুবিদিত। একজন বিদগ্ধ পন্ডিত, সৈনিক ও শ্রেষ্ট এই জননেতার ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী আমরা শীঘ্রই উদযাপন করতে চলেছি। এজন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরি করা হয়েছে। আসুন, আমরা সকলে মিলে বিশেষ এই অনুষ্ঠানটিকে সাড়ম্বরে উদযাপিত করি।"

কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২১ সালের ২৩শে জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা এক বছর মেয়াদী উৎসব উদযাপনের বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ কমিটির নেতৃত্ব দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কে বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধে তাঁর সাহসিকতা ও অতুলনীয় অবদানের জন্য ভারত চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। তিনি ছিলেন, এমন এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রত্যেক ভারতীয়র মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন সুনিশ্চিত করতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। সুভাষবাবু তাঁর পরাক্রমী বিচক্ষণতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য সুবিদিত হয়েছিলেন। আমরা তাঁর আদর্শ ও শক্তিশালী ভারত গঠনের স্বপ্ন পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ"।

উচ্চস্তরীয় এই কমিটিতে বিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক, লেখক, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পারিবারিক সদস্যরা ছাড়াও আজাদ হিন্দ ফৌজ/আইএনএ — এর সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা থাকবেন। এই কমিটি নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে স্মৃতি বিজড়িত দিল্লি ও কলকাতা সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় উৎসব উদযাপনের বিষয়ে নীতি-নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।

সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু অমূল্য পরম্পরা সংরক্ষণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২০১৯ সালের ২৩শে জানুয়ারি নতুন দিল্লিতে লালকেল্লায় নেতাজী নামাঙ্কিত একটি সংগ্রহালয় উদ্বোধন করেন। কলকাতায় ঐতিহাসিক সৌধ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর পাশাপাশি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কিত একাধিক ফাইল প্রকাশ করে। সেই বছরেরই ৪ঠা ডিসেম্বর প্রথম পর্যায়ে ৩৩টি ফাইল প্রকাশ করা হয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৬'র ২৩শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী নেতাজী সম্পর্কিত আরও ১০০টি ফাইলের ডিজিটাল কপি প্রকাশ করেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কিত গোপন এই ফাইলগুলি প্রকাশের জন্য সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে এসেছিলেন।

২০১৯ সালে আন্দামান সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী সুভাষ চন্দ্র বসুর গঠিত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে। সেই সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে রস দ্বীপের নামকরণ করেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বীপ, নীল দ্বীপের নামকরণ করেন শহীদ দ্বীপ এবং হ্যাভলক দ্বীপের নামকরণ করেন স্বরাজ দ্বীপ হিসাবে।

উঢ়েখ্য, ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে 'জাতীয় ছুটি'র দিন ঘোষণার দাবি জানিয়ে গত ১২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লেখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিতে মোদীকে তিনি অনুরোধ করেন, নেতাজির জন্মদিনে যেন জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা করা। তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর আগেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। মমতার অভিমত, নেতাজির জন্মদিন গোটা দেশেই মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। তাই ওই দিনটিকে এই ঘোষণা হওয়া উচিত। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী যাতে ওই বিষয়ে 'ব্যক্তিগত ভাবে' উদ্যোগী হন, সে অনুরোধও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এর এক সপ্তাহের মাথায়, ১৯ নভেম্বর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে জাতীয় 'দেশপ্রেম দিবস' হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। এরই পাশাপাশি নেতাজি সম্পর্কিত আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রকাশ ও তাঁর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনেরও দাবি জানান এই বাম নেতা।

কৃষির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারে বাংলাদেশ-ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ২২।। বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষের চাহিদা মেটাতে কৃষি পণ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য একসঙ্গে কাজ করা দরকার। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও খাদশস্যসহ সব ধরনের ফসলের মান উন্নয়ন, কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরো আধুনিক করার সুযোগ কাজে লাগাতে পারে উভয় দেশই।

এ জন্য যৌথ উদ্যোগ ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করা দরকার।

মঙ্গলবার (২২ ডিসেম্বর) 'ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ডিজিটাল কনফারেন্স অন অ্যাগ্রিকালচার সেক্টর ফলোড বাই বিটুবি সেশন' শীর্ষক আলোচনায় উভয় দেশের মন্ত্রী ও ব্যবসায়ী নেতারা এমন অভিমত ব্যক্ত করেন।

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ড্রাস্ট্রিজ (সিআইআই) যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, ভারত শুধু আমাদের প্রতিবেশী নয়, ভালো বন্ধুও বটে। ভারত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। তবে বাণিজ্য ভারসাম্য এখনো ভারতের অনুকূলে।

বাংলাদেশি রফতানি পণ্যের ওপর আরোপিত অ্যান্টি ডাম্পিং শুল্কের কথা উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এসব পদেপর কারণে আমাদের রফতানি মারাত্মকভাবে তিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি তা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান।

কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক বলেন, ভারত বীজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে বাংলাদেশ স্বাগত জানাবে। আমরা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে আরও সহযোগিতা দেখতে চাই। ভারতীয় কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করতে পারে।

ভারতের কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, রেলওয়েস অ্যান্ড কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিশন বিষয়ক মন্ত্রী পীযূষ গয়াল বলেন, বাংলাদেশ দণি এশিয়ায় ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। এ অংশীদারিত্ব অন্যদের জন্য রোল মডেল। আমি মনে করি, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারে কৃষির গেম চেঞ্জিং সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের মানবিক সাহায্যের কথা স্মরণ করে এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম বলেন, পৃথিবীতে এমন দুটি দেশ আর নেই, যারা আমাদের মতো ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক বন্ধনে আবদ্ধ। বাংলাদেশের বেসরকারি খাত প্রতিবছর ভারত থেকে কয়েক শত কোটি ডলার পণ্য আনে, যা আরো বৃদ্ধির ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ভারসাম্য আনতে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বলেন, কৃষি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় উভয় দেশের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত।

সিআইআইয়ের প্রেসিডেন্ট ডেসিগনেট টি ভি নরেন্দ্রন বলেন, রফতানি বাড়াতে দুদেশই যৌথভাবে প্রাচ্যের দিকে নজর দিতে পারে। পবন গোয়েনকা বলেন, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার জন্য বাংলাদেশ তিন শীর্ষ বাজারের একটি। আমরা এই বাজারকে এক নম্বর স্থানে উন্নীত করতে চাই। সম্মেলনে দুটি আলাদা সেশনের আলোচনায় দুই দেশের কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী ও খাদ্যপ্রক্রিজাতকরণ খাতের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

আরও বক্তব্য দেন, সিআইআইয়ের প্রেসিডেন্ট ডেসিগনেট এবং টাটা স্টিল লিমিটেডের সিইও ও এমডি টি ভি নরেন্দ্রন, সিআইআইয়ের ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি, সিআইআইয়ের ন্যাশনাল মিশন অন আত্মনির্ভর ভারতের চেয়ারম্যান ও মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার এমডি ও সিইও ড় পবন গোয়েনকা। সমাপনী বক্তব্য দেন এফবিসিসিআই পরিচালক সুজীব রঞ্জন দাশ।

আমার বাবা পাইলট হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন: দোরাইস্বামী

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ২২।। আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাই সীতাকুণ্ড উপজেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও আত্মোৎসর্গকারী ভারতীয় সেনাদের। আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন পাইলট হিসেবে। তাই আমি খুব গর্বিত।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে এসে জীবন উৎসর্গকারী অর্ধশতাধিক ভারতীয় সৈনিকের আত্মত্যাগের স্মৃতি রায় সীতাকুণ্ড উপজেলার চন্দ্রনাথ পাহাড়ে নির্মিত ভাস্কর্য 'মৃত্যুঞ্জয়ী মিত্র' উদ্বোধন শেষে একথা বলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী।

মঙ্গলবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন ও সীতাকুণ্ডের সংসদ সদস্য দিদারুল আলম।

দোরাইস্বামী বলেন, আজ আমি নিজে গর্ববোধ করছি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনারা একসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন এ এলাকায়। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের বন্ধুর্তপূর্ণ সম্পর্ক শুধু ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিগত নয়, এটি রক্তের সম্পর্ক।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চিরঞ্জীব হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন বাংলাদেশের স্পিরিট। বাংলাদেশের জন্য তার আত্মত্যাগ এদেশের জনগণ ভুলতে পারবে না। এ দেশ স্বাধীন হয়েছে ত্রিশ লাখ শহীদ, নারীর সম্ভ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে। যারা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চায় তারা সফল হবে না।

চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবদুস সালামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাব্বির ইকবাল। এসময় চট্টগ্রাম জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন, মহানগর কমান্ডার মোজাফফর আহমদ, ভারতীয় হাইকমিশনারের সহধর্মিণী সংগীতা দোরাইস্বামী, ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি দীপ্তি আলংঘাট, চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার অনিন্দ্য ব্যানার্জী প্রমুখ।

সূত্র জানায়, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিকে ১২ ডিসেম্বর থেকে বিজয়ের দিন ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত বাহিনীর তুমুল সম্মুখযুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধ করতে করতে ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা সীতাকুণ্ডের কুমিরায় পৌঁছান। এতে পিছু হটে পাকিস্তানি বাহিনী। ওই দিন বিকেলে বিজয়ের ঘোষণা আসলে মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় উল্লাস শুরু করেন। কেউ কেউ নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যান। ঠিক এমনি সময়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকা ভারতীয় সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় পাকিস্তানিরা। এতে সীতাকুণ্ডে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ চলে ১৭ ডিসেম্বর রাত পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের টানা যুদ্ধে নিহত হন অর্ধশতাধিক ভারতীয় মিত্র ছয়ের পাতায়

বিজেপি ছাড়া দেশের উন্নয়ন কারোর দ্বারা সম্ভব নয়, দলের প্রদেশ কার্যনির্বাহী কমিটির সভামণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন করে বলেছেন কবীন্দ্র

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের উন্নয়ন হবে বিজেপির হাতেই। এই দল ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নয়ন অন্য কোনও দলের দ্বারা সম্ভব নয়। দেশের মানুষ এখন যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে দেশ ও সমাজের উন্নয়ন চান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিচক্ষণ নেতৃত্বে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারতের স্থান এখন অন্যচতম। করিমগঞ্জে প্রদেশ বিজেপির দুদিনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভার প্রাক-সন্ধ্যায় সভাস্থলের মুখ্যন দ্বারোদ্ঘাটন করে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এভাবেই তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন রাজ্য বিজেপির প্রাণপুরুষ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ।

কবীন্দ্র পুরকায়স্থ বলেন, ১৯৮০ সালে প্রয়াত বাজপেয়ীজির ডাকে বিজেপি দলে যোগ দেন তিনি। উত্তরপূর্ব ভারতের শিলচরেই তিনি প্রথম জেলা কমিটি গঠন করেন।

পরবর্তীকালে শিলচর থেকেই গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপির যাত্রা শুরু হয়। আজ এই দল সমগ্র দেশ পরিচালনা করছে। মুখ্যে দ্বারোদ্ঘাটনের পর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ বলেন বিজেপির একজন সামান্য সদস্য হিসেবে আজ তিনি গর্ব অনুভব করছেন।

বর্তমান সময়ে দলের এই সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র ভারতের মধ্যে বিচার করলে চলবে না। ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, চিন্তা-ভাবনা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই দল। বিজেপির রাষ্ট্রবাদী নেতাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতিচ্ছবি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে বরাক বিজেপির প্রাণপুরুষ কবীন্দ্রবাবু বলেন, একটা সময় ছিল যখন মানুষকে ডেকে দলের জন্য পাওয়া যেত না। এজন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বলেন, ১৯৯১ সালে বরাকের পনেরোটি বিধানসভা আসন এবং দুটি লোকসভা কেন্দ্রে দল থেকে প্রার্থী দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন কাছাড়ের ধলাই কেন্দ্র থেকে কোনও প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষ বদ্রীনারায়ণ সিং একজনের হদিশ দেন। ওই ব্য ক্তি একদিন ভোরে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত বলে জানান। কবীন্দ্রবাবু তাঁর কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি শিক্ষকতা করেন বলে জানান। উত্তরে প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন নির্বাচনে হেরে গেলে চাকরিও যাবে। তখন পরিবার কী করে চলবে। প্রত্যু ত্তরে সেই ব্য।ক্তি নাকি জানান, এতে কিছু হবে না। তিনি তাঁর বাবার চায়ের দোকান চালিয়ে সংসার বাঁচাবেন। এজন্য দলের কোনও সাহায্য লাগবে না। এমন ডেডিকেশন দেখে তিনি তাঁকেই ধলাই আসনে প্রার্থী করেন। যিনি আজ অসম মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

তিনি বলেন, কার্যনির্বাহী সভা শিলচরেও হয়েছে। কিন্তু এত বিশাল পরিসরে তখন হয়নি। করিমগঞ্জের সভায় প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। আজকের দিনে এটা খুবই গর্বের বিষয়। পুরকায়স্থ বলেন, এই দল তিলে তিলে নিজের অবস্থান মজবুত করেছে। দেশ সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়েছে। আজ এই অনুষ্ঠানস্থলেই প্রায় সহস্রাধিক জমায়েত। এ থেকেই বোঝা যায় দল কত মজবুত। তিনি কার্যনির্বাহী সভার সার্বিক সফলতা কামনা করেছেন। আরও বলেন, শারীরিক অসুস্থতাকে দূরে ফেলে সবার সঙ্গে মিলতেই তিনি করিমগঞ্জ বিজেপির ডাকে ছুটে এসেছেন।

দ্বারোদ্ঘাটন পর্বের পর ভারত মাতা, ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপধ্যায়ের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাঁই, ডিব্রগড়ের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, সোনারির বিধায়ক নবনীতা হ্যান্ডিক, লামডিঙের বিধায়ক শিবু মিশ্র, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, প্রদেশ বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার প্রমুখ বহুজন।

বুধবার থেকে করিমগঞ্জে প্রদেশ বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, ২৪ ঘণ্টা আগে বাঙালি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন জেলা কং সভাপতি

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভাষা আন্দোলনে বরাক উপত্যকায় প্রাণাহুতি প্রদানকারী বাঙালিদের বিজেপি সরকার শহিদের স্বীকৃতি কেন দিচ্ছে না? এর কি কোনও উত্তর আছে অসম বিজেপির কাছে? ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিদেশি খেদা আন্দোলনে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের তো শহিদের স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেনি রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। তা-হলে বরাক উপত্যকার বাঙালিদের সঙ্গে দ্বিচারিতা কেন? মঙ্গলবার জেলা কংগ্রেসের সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করেন জেলা সভাপতি সতু রায়।

করিমগঞ্জে অনুষ্ঠেয় প্রদেশ বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটির সভার ২৪ ঘণ্টা আগে বাঙালি ভাবাবেগ নিয়ে সতুবাবুর এ ধরনের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করছে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে সতু রায় করিমগঞ্জে বিজেপির অনুষ্ঠেয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাকে হাস্যকর বলে উল্লেখ করে বলেন, আসলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিজেদের অস্তিত্ব তলানিতে এসে ঠেকেছে বুঝতে পেরেই বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব বরাকের বাঙালিদের মন ভোলানোর চেষ্টা করছেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সভা একটি নির্বাচনী ললিপপ মাত্র। এ থেকে করিমগঞ্জ সহ বরাক উপত্যকাবাসীর প্রাপ্তির ঝুলি শূন্াই থাকবে। বাস্তবে বিজেপির বাঙালির প্রতি কোনও দরদই নেই। যা এই দলের বিভিন্ন কার্যকলাপে ইতিমধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

সতু রায়ের অভিযোগ, করিমগঞ্জ জেলার ৩৭ এবং ৮ নম্বর, এই দুটি জাতীয় সড়কের অবস্থা এই সরকারের আমলে কোন অবস্থায় কী দাঁড়িয়েছে, তা বলে বোঝাতে হবে না। প্রদেশ বিজেপির বাঙালি বঞ্চনার আরেক জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরে সতুবাবু বলেন, করিমগঞ্জে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনে রাজ্য সরকার কেন বিলম্ব করছে? করিমগঞ্জের বিজেপি নেতাদের মুখ্যমন্ত্রীকে এই প্রশ্ন করার কি সাহস আছে? ২১-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখতে চাইছে প্রদেশ বিজেপি। মেডিক্যালের ললিপপ দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জবাসীর ভোট আদায় করে নেওয়াই হলো প্রদেশ নেতৃত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সরকারের সেকেন্ড-ইন কমান্ড বলে পরিচিত বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে মিথ্যাবাদী তকমা দিয়ে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সতু রায় বলেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে হিমন্তবাবু বলেছিলেন জেলার পাঁচ কেন্দ্রের মধ্যে যে কেন্দ্রে তাঁর দলের প্রার্থী সব থেকে বেশি ভোট পাবেন, সেই কেন্দ্রে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। কিন্তু হিমন্তবিশ্ব এখন ১৮০ ডিগ্রি ডিগবাজি খেয়ে বলছেন রাতাবাড়ি ও পাথারকান্দির দুই বিধায়কের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পরই নাকি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। আবার কখনও বলছেন জমি নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে, তা মিটে গেলেই পরবর্তী কাজ শুরু হবে। মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একেক সময় একেক ধরনের মন্তব্যই প্রমাণ করে তাঁর কথার কতটুকু ওজন।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় বিজেপির বাঙালি-প্রীতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, এঁরা শুধু বাঙালিদের নিয়ে রাজনীতি করতেই জানে। বাঙালির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে এই দলের প্রদেশ নেতাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এঁরা মুখে বলে এক, আর কাজে করে আরেক। বরাকের বাঙালিদের ভোট আদায়ের জন্য প্রতারক বিজেপি দল তাদের নির্বাচনী প্রচারে বরাকের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরিতে এই উপত্যকার বেকার যুবক-যুবতীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। কিন্তু মসনদে বসেই মিথ্যাবাদী বিজেপি সরকার তাঁদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়েছে। গত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকার বরাকের কতজন বেকার যুবক যুবতীকে চাকরি দিয়েছে? এই প্রশ্নের কি কোনও উত্তর আছে বিজেপি নেতাদের কাছে? তাই দলীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা নিয়ে জেলা বিজেপিকে আত্মহারা না হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসকে একহাত নিয়ে বলেন, এবারের নির্বাচনে নিজের কেন্দ্র সরভোগেই শোচনীয় পরাজেয়ের মোকাবিলা করতে হবে তাঁকে। তাই তিনি এখন নিরাপদ একটি কেন্দ্রের খোঁজে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রঞ্জিত দাস বরাকের বিভিন্ন কেন্দ্রে জনসভায় বলছেন, এই কেন্দ্রে ৫০ হাজার ভোটে জিতব, ওই কেন্দ্রে ৩০ হাজার ভোটে জিতব। প্রদেশ বিজেপি সভাপতির এমন বক্তব্য প্রসঙ্গে কমলাক্ষ বলেন, বরাকের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের প্যাটার্ন সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল নন। তাই আত্মতুষ্টির জন্য এমন মনগড়া বক্তব্য পেশ করছেন। নিজের বিধানসভা কেন্দ্র সরভোগেই রঞ্জিতবাবুর গণভিত্তি তলানিতে ঠেকেছে। ২১-এর নির্বাচনে নিজের আসনই রক্ষা করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে রঞ্জিত দাসের। তাই বরাকের চিন্তা না করে নিজের চিন্তা করতে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসকে পরামর্শ দিয়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় করিমগঞ্জবাসীর জন্য কোনও সুখবর থাকবে না। এটা তো দলীয় মন্ত্রী নেতা বিধায়ক সাংসদ ও কার্যকর্তাদের গ্যাট-টুগেদার মাত্র। তাই জেলা বিজেপি নেতাদের এই কার্যনির্বাহী কমিটির সভা নিয়ে আনন্দে আত্মহারা না হতে আহ্বান জানান বিধায়ক কমলাক্ষ। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, মুখপাত্র শাহাদত আহমদ চৌধুরী, ইন্দ্রনীল দাস, শুভঙ্কর দাস।

পর্যটকদের জন্য লামডিং-শিলচর রেলপথে ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর ভাবনা উত্তরপূর্ব রেলের : জিএম

হাফলং (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : হেরিটেজের দিক দিয়ে পর্যটকদের জন্য লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথ দিয়ে ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর চিন্তাভাবনা করছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। দুদিনের সফরে হাফলং এসে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) আনশোল গুপ্তা সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন।

ডিআরএম যুগিন্দর সিং লাখরাকে সঙ্গে নিয়ে জিএম গুপ্তা সাংবাদিকদের বলেন, ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর জন্য ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন দফতরকে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে বর্তমানে কাজও চলছে বলে জানিয়ে জিএম বলেন, এক বা দুটি কোচের সঙ্গে ইঞ্জিন জুড়ে পর্যটকদের জন্য এই ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। সোমবার রাতে কামাখ্যা স্টেশন থেকে স্পেশাল ট্রেনে রওয়ানা হয়ে মঙ্গলবার ভোর চারটা নাগাদ নিউহাফলং এসে উপস্থিত হন জিএম আনশোল গুপ্তা। তার পর আজ বেলা ১১-টা নাগাদ জিএম শতাব্দি-প্রাচীন লোয়ার হাফলং স্টেশন পরিদর্শন করে হেরিটেজের বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

এর পর জাটিঙ্গায় জিএম গুপ্তা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান, হাফলং আসার তাঁর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ ডিমা হাসাও জেলার পর্যটনশিল্পকে কী ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা খতিয়ে দেখা। তিনি বলেন, ডিমা হাসাও জেলার ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রিকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এ নিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের ট্যুরিজম বিভাগ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জিএম বলেন, হেরিটেজের দিক দিয়ে পর্যটনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এই জেলায়। ডিমা হাসাও জেলার ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রি উন্নয়ন হলে স্থানীয় মানুষজনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বিকশিত হবে। রেল এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশও আগে যাবে।

জিএম আনশোল গুপ্তা আরও বলেন, কোনও অঞ্চলে রেল আসলে সেই জায়গার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়। এদিকে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে জিএম আনশোল বলেন, মাহুর থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৪৯ কিলোমিটার শতাব্দি-প্রাচীন রেলপথকে হেরিটেজ রেলপথ হিসেবে রেখে দেওয়ার জেলার বিভিন্ন দল সংগঠনের যে দাবি ছিল সে সম্পর্কে নতুন করে এখন রেলপথ নির্মাণ করে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। তবে শতাব্দি-প্রাচীন এই রেলপথকে কীভাবে হেরিটেজ হিসেবে বিকশিত করা যায় এ নিয়ে রাজ্য সরকার পর্যটন দফতরের সঙ্গে মিলেই কাজ করবে রেল বিভাগ, জানান জিএম।

ডিমা হাসাও জেলার রেলযাত্রীদের জন্য হিলকুইন ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জিএম বলেন, আমি সবেমাত্র এসেছি, একেবারে নতুন। তবে এ ব্যাপারে কী প্রস্তাব ছিল তা দেখতে হবে। রাজ্য সরকার ও স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে দাবি উঠলে এ সম্পর্কে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল নিশ্চয় চিন্তা-ভাবনা করবে, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন জিএম গুপ্তা।এছাড়া নিউ হাফলং স্টেশনের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় এবং মাইবাং স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিএম বলেন, ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

অভিনেত্রী—নির্মাতার পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

ওয়েব কনটেন্টের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন অভিনেত্রী শারমীন জোহা শশী। পরে শুটিংয়ে গিয়ে দেখেন, সেটি সিনেমা। নির্মাতার কথা ও কাজের অমিল ভালো লাগেনি এই অভিনেত্রীর। শুটিং স্পট থেকে ফিরে গেছেন তিনি। ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নির্মাতা বলেছেন, ইচ্ছেকৃতভাবে তাঁকে ফাঁসিয়েছেন শশী। তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এক ঘণ্টার নাটকের চিত্রনাট্য হাতে পেয়েছিলেন শশী। পরে সেই নাটকের নির্মাতা জানান, নাটক, তবে তিনি সেটি বানাতে চান ওয়েবের জন্য। নির্মাতার আগ্রহ এবং গল্পটি পছন্দ হয়েছিল বলে আপত্তি করেননি শশী। সময় মতো শুটিংও শুরু করেছিলেন। তবে তিনটি দৃশ্যের শুটিং শেষে তিনি জানতে পারেন, এটি না এক ঘণ্টার নাটক, না কেবলই ওয়েব কনটেন্ট। তিনি একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন। এই অভিনেত্রী বলেন, 'প্রথমে নির্মাতা দুই দিনের শিডিউল নিয়েছিলেন। পরে পরিকল্পনা বদলে দিতে হলো সাত দিনের শিডিউল। পারিশ্রমিক নিয়েও কথা হয় আমাদের।

শুটিংয়ে গিয়ে কো-আর্টিস্টদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, তাঁরা সবাই ফিল্মের শিল্পী হিসেবেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। কেউ কেউ সাইনিং মানিও পেয়েছেন। তখন আমার খটকা লাগে। পরে জানতে পারলাম ভুল তথ্য দিয়ে তাঁরা আমাকে দিয়ে ফিল্মে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। তখন আমি কাজটি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিই।'শশীর প্রথম ছবি 'হাজার বছর ধরে'। প্রায় দেড় দশক আগে মুক্তি পেয়েছিল সেটি। জহির রায়হানের উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি মুক্তির পর টুনি চরিত্রের কিশোরী শশী প্রশংসিত হন। এই ছবি শশীকে চলচ্চিত্র অঙ্গনে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।তারপর থেকে আর কোনো ছবিটিতে দেখা যায়নি এই অভিনেত্রীকে। তিনি মনে করেন, আজকের 'শশী' হওয়ার পেছনে পুরো অবদান ওই ছবির। সে জন্য ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে সব সময় আলাদা করে ভেবেছেন। তিনি বলেন, 'আমি তো হুট করে কোনো ছবিতে অভিনয় করব না।

সিনেমা নিয়ে আমার একটা আলাদা ভিশন আছে। আমি গল্প, চরিত্র দেখব, চুক্তিপত্রে সাইন করব, সাইনিং মানি নেব। আমি গল্প নিয়ে ভাবব, কী কস্টিউম হবে সেটা নিয়ে পরিকল্পনা করব। সবকিছু সিস্টেমেটিকভাবে হবে। এত সহজে তো একটা ফিল্ম হয় না। তাঁরা ভেবেছিলেন শশী আপা অনেক দিন কোনো ছবি করে না, মনে হয় সিনেমার কথা শুনে খুশি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যে বেঁকে বসতে পারি, সেটা তাঁরা বুঝতে পারেননি। একজন শিল্পীকে কাজের আগে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া উচিত।' তবে শশী এও মনে করেন, কোথাও একটা ভুল—বোঝাবুঝি হয়েছে। নির্মাতাকে তাঁর প্রতারক মনে হয়নি।নির্মাতা সোলায়মান জুয়েল জানান, তাঁরা যে ছবিটি নিয়ে কাজ করছিলেন, সেটার নাম 'ছায়াবাজি'। এটি যে সিনেমা, সেটা আগে থেকেই এই অভিনেত্রীকে তাঁরা জানিয়েছিলেন।আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো চুক্তি না করলেও ভেবেছিলেন শুটিংয়ের ফাঁকে চুক্তি করে নেবেন। প্রথম দিন তিনটি দৃশ্যে বেশ ভালোভাবেই শুট করে বিদায় নেন শশী। তিন দিন পর এই অভিনেত্রী প্রযোজককে জানান, তিনি ছবিটি করছেন না। নির্মাতা বলেন, 'শশী আমার এই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারের চিত্রনাট্য পড়ে সাইকোলজিক্যাল সমস্যায় পড়েছেন। তিনি কী বলছেন, সেটা বুঝতে পারছেন না। ছবিটির বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আগে থেকে কথা হয়েছে। তাঁর কথায় ছবিটি থেকে মৌসুমী হামিদকে বাদ দিতে হয়েছে। আমার মনে হয় তিনি মৌসুমী হামিদের অভিনয়কে ভয় পাচ্ছেন। মনে করছেন মৌসুমী তাঁর চরিত্রটাকে খেয়ে ফেলবেন। চলচ্চিত্রে তাঁর ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে।' নির্মাতার দাবি, অভিনেত্রী শশীর আচরণ অসহযোগিতামূলক। তিনি ইচ্ছা করে ফাঁসিয়েছেন।ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে শশী বলেন, 'ক্ষতিপূরণ আমি দেব কোত্থেকে?

তারা যদি আমাকে জানিয়ে, চুক্তি করে সিনেমার শুটিং করতেন, আমি যদি জেনে-বুঝে শুটিং থেকে চলে আসতাম, তখন আমি অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতাম।

কিন্তু এখানে আমার দায় নেই। আমাকে ভুল বুঝিয়ে কাজে জড়ানো হয়েছে। বরং আমার পারিশ্রমিক তাঁদের দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি তো চাইতে পারি না। আর আমি ছবি করলে বুঝে-শুনেই করব।

চলচ্চিত্রে আমার একটা ভাবমূর্তি আছে।'

একতা কাপুরকে ধর্ষণের হুমকি

ছোট ও বড় পর্দার জনপ্রিয় প্রযোজক ও নির্মাতা একতা কাপুর। সম্প্রতি তাঁর প্রযোজিত একটি ওয়েব সিরিজ নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। একপক্ষ মামলা করেছে যে, এই সিরিজে নাকি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কটাক্ষ করা হয়েছে। আরেকদল অনলাইনে একতা কাপুরকে ধর্ষণের হুমকি পাঠাচ্ছে। কেননা, এই সিরিজে নাকি নগ্নতা দেখানো হয়েছে, যেটা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এই সিরিজ যেসব ভারতীয়দের আহত করেছে, তাদের কাছে একতা কাপুর ক্ষমা চেয়ে আইএনএসকে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। একতা কাপুর বলেন, ''হ্যাঁ, একটা এফআরআই হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। যাদের অনুভূতি আহত হয়েছে তাদের কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। কাউকে আহত করা আমার উদ্দেশ্য না। আমি কেবল মানুষকে বিনোদন দেওয়ার জন্য কনটেন্ট বানাই। আমি একজন গর্বিত ভারতীয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ছোট করার তো কোন প্রশ্নই আসে না। তারপরেও যারা আহত হয়েছেন, আমি শুধু বলতে চাই, কাউকে আহত করা আমাদের উদ্দেশ্য না।'' ৪৫ বছর বয়সী প্রভাবশালী এই প্রযোজক আরও বলেন,''সিরিজে নাকি যৌনদৃশ্য দেখানো হয়েছে। আর সেজন্য আমি একের পর এক ধর্ষণের হুমকি পাচ্ছি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। প্রতিনিয়ত সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছি। আমার ৭১ বছর বয়সী মাকেও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তারমানে আমরা জানলাম, যৌনতা খুবই খারাপ বিষয়। কিন্তু ধর্ষণ ভালো। পর্দার একটা কাল্পনিক চরিত্রের জন্য আমাকে এই অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। আর যারা এই সমস্ত বলছে, করছে, সেই রক্ত মাংসের মানুষগুলোর বেলায়? তারা নাকি আমার নগ্ন ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেবে। এই প্রাণীগুলোর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

বিদ্যা বালান যে কারণে স্বস্তিকাকে ফোন করেছিলেন

কুকুর ভালোবাসেন স্বস্তিকা। কুকুরেরাও তাঁকে। এমনকি ওদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ভাষাও বেশ ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী। আর যাঁরা কুকুর ভালোবাসেন, স্বস্তিকা তাঁদেরও ভালোবাসেন। কারণ, তাঁরা সত্যিকারের ভালো মানুষ সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ফেসবুক পেজে বিষয়গুলো বলছিলেন স্বস্তিকা। ঘরে বসে 'পাতাল লোক' সিরিজে ভূমিকার সাফল্য উদ্‌যাপন করছেন তিনি। উপভোগ করছেন সিনেমার বড় মানুষদের প্রশংসা। বিশেষ করে বলিউড তারকা বিদ্যা বালান যখন তাঁকে ফোন করেছিলেন, তিনি তো আনন্দে আত্মহারা। তিনি বলেন, 'তিনি যেভাবে প্রশংসা করছিলেন, আমি শুনেই বুঝেছি, তিনি খুব গভীরভাবে সিরিজটা দেখেছেন।'

২০১৮ সালের শেষের দিকে একটা ফোন কল পান স্বস্তিকা। কাস্টিং ডিরেক্টর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করেছিলেন। তিনিও 'পাতাল লোক'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা। তাঁকে পাঠানো অডিশনের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছিল, তারপর স্বস্তিকা হয়ে গেলেন 'পাতাল লোক'-এর অংশ। সেখানে একটা জার্মান শেফার্ড কুকুরের সঙ্গে স্বস্তিকার খুনসুটিই কাজটা পাইয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। কুকুরের সঙ্গে তো ভাব-ভালোবাসা মুহূর্তে করে ফেলা যায় না। এটা তাঁর মজ্জাগত ছিল বলেই ছোট্ট একটা ভূমিকায় বাজিমাত করে দিয়েছেন তিনি।'পাতাল লোক'-এ ছোট্ট অথচ আগ্রহজাগানো একটা চরিত্র করেছেন স্বস্তিকা। ডলি নামের ওই চরিত্রের দৈর্ঘ্য খুব ছোট। এত ছোট চরিত্র নেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে স্বস্তিকা বলেন, দৈর্ঘ্য নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। দৈর্ঘ্যের ওপর ভিত্তি করে চরিত্র নেওয়ার মতো বোকা আমি নই। সে রকম চরিত্র হলে, একটা দৃশ্যের কারণেই মানুষ মনে রাখে।'

'পাতাল লোক'-এর এই প্রশংসা কি বলিউডের হাতছানি? বলিউডের দরজা কি খুলে যেতে পারে তাঁর জন্য? এ প্রশ্নে স্বস্তিকা বলেন, 'আমি বলিউডের দরজা-জানালা-দেউড়ি-খিড়কি নিয়ে ভাবছি না এখন। খুব খারাপ একটা সময় যাচ্ছে। মহামারি আর ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি নিয়ে ভাবছি। ভালো সময় ফিরলে বলিউড কেন, যেকোনো ইন্ডাস্ট্রি থেকে ডাক এলে কাজ করব।'আমাজন প্রাইম ভিডিওর নতুন সিরিজ 'পাতাল লোক'। গত ১৫ মে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে দারুণ প্রশংসা কুড়াচ্ছে। এমনকি লকডাউনে ঘরে আটকে থাকা মানুষকে বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছে এটি। ৯ পর্বের সিরিজটির নির্বাহী প্রযোজক বলিউড তারকা আনুশকা শর্মা।

যৌথভাবে সিরিজের কাহিনি লিখেছেন সুদীপ শর্মা, সাগর হাভেলি, হার্দিক মেহতা ও গুণজিৎ চোপড়া। পরিচালনা করেছেন অবিনাশ অরুণ ও প্রসিত রয়। অভিনয় করেছেন জয়দীপ আহলাওয়াত, নীরাজ কবি, অনিন্দিতা বসু, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ভারতীয় দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, 'পাতাল লোক' হলো আমাজনের পক্ষ থেকে 'স্যাক্রেড গেমস'-এর প্রতি উত্তর।

মা হতে চান জাহ্নবী কাপুর

জাহ্নবী কাপুর বলিউডের নতুন তারাদের ভেতর বেশ উজ্জ্বলভাবে আলো ছড়াচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে জাহ্নবী কাপুর একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কার দিকে যেন তাকিয়ে আছেন তিনি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ''এই যে বাবু, তোমার দিকে তাকিয়ে আছি।'' ২৩ বছর বয়সী জাহ্নবীর এই ছবি ভক্তদের বেশ মনে ধরেছে। ধড়ক খ্যাত তারকার এই ছবিতে ইতিমধ্যে পাঁচ লাখের বেশি লাইক জড়ো হয়েছে। মন্তব্য করেছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্ত। ভক্তদের একজন জানতে চেয়েছেন, ''কে এই বাচ্চা? জাহ্নবী, তুমি কি এখন একটা বাচ্চা চাও?'' জাহ্নবীও মজা করে সায় দিয়ে লিখেছেন, ''হ্যাঁ''। জাহ্নবীর এই একটা ''হ্যাঁ''-এর নিচেও জড়ো হয়েছে শত শত লাইক।

কোয়ারেন্টিনে বাবা বনি কাপুর ও ছোট বোন খুশি কাপুরের সঙ্গে চমৎকার সময় কাটছে জাহ্নবীর। কিছুদিন আগেই তাঁদের বাড়ির এক গৃহকর্মীর করোনা ধরা পড়েছে। তবে পরীক্ষায় জানা গেছে, তাঁরা সবাই ভালো আছেন। সম্প্রতি নিজের পুরোনো ফোন ঘেঁটে বেশ কিছু ছবি, ভিডিও আর মিম উদ্ধার করেছেন। আর সেই সব শেয়ার করছেন ইনস্টাগ্রামে। দুই বোন বসে রংতুলি দিয়ে ছবি আঁকছেন। হাসি, আড্ডা আর খুনসুটিতে কাটছে তাঁদের দিন। মা শ্রীদেবীর পুরোনো ছবিও শেয়ার করছেন। জাহ্নবীকে এরপর দেখা যাবে গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কারগিল গার্ল, রুহি আফজা ও দোস্তানা টু ছবিতে।

আগে প্রেম, পরে ক্যারিয়ার

ফিফটি শেডস অব গ্রে, ফিফটি শেডস ডার্কার, ফিফটি শেডস ফ্রিডএই তিনটি ছবি বানাতে খরচ হয়েছিল ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। আর প্রযোজকদের মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে তিনটি ছবি তুলে এনেছিল ১১ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা। ''ফিফটি শেডস''—এর এই ফিল্ম সিরিজ দিয়েই ক্যারিয়ারের মই বেয়ে তড়তড় করে ওপরে উঠেছেন ৩০ বছর বয়সী হলিউড অভিনেত্রী ডাকোটা জনসন। ২৫ বছর বয়সে বড় পর্দায় বিখ্যাত ''আনা'' চরিত্রটি হয়ে ওঠার সুযোগ পান ডাকোটা। আনা আর গ্রের প্রেম বড় পর্দার চিরন্তন প্রেমগুলোর একটি। এর আগেও একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডাকোটা। কিন্তু ''সাহসী'' চরিত্র আনা দিয়ে ডাকোটা যেভাবে বিশ্বের মানুষের নজরে চলে এলেন, সেটা ক্যারিয়ারে এর আগে কখনো ঘটেনি। সেই সময় ডাকোটা মডেল ম্যাথিউ হিটের সঙ্গে প্রেম করছিলেন। ম্যাথিউ শুরুতে ডাকোটার এই চরিত্রে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কল্পনাও করেননি এই ছবি রীতিমতো হইচই ফেলে দেবে সারা বিশ্বে। ২০১৫ সালে এই সিরিজের প্রথম ছবি মুক্তির পর ডাকোটা রীতিমতো হলিউডের প্রথম শ্রেণির তারকা বনে যান। পর্দার গ্রে, অর্থাৎ জেমি ডর্নানের সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুজব রটে। এসবই ম্যাথিউসের জন্য নিরাপত্তাহীনতা আর মানসিক সংকট তৈরি করে। তিনি পরবর্তী সময়ে ডাকোটাকে তাঁকে অথবা আনা চরিত্রএই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলেন। সঙ্গে এ—ও বলেন যে ডাকোটার তারকাখ্যাতি, তাঁকে নিয়ে মিডিয়ার শোরগোল পড়ে যাওয়া, তাঁর সঙ্গে জেমির প্রেমের গুজবএসবই ম্যাথিউর রাতের ঘুম ও মনের শান্তি দুই-ই নষ্ট করে দিয়েছে। ডাকোটা এবার ম্যাথিউ ও ক্যারিয়ার, এই দুয়ের মধ্যে ক্যারিয়ারকে বেছে নেন। আর সেখানে চূড়ান্ত সফলতার দেখা পান। অবশ্য ''আনা'' চরিত্রের জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন মানসিক স্বাস্থ্যসেবাও নিতে হয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে তিনি ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী ক্রিস মার্টিনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেন। এখন পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গেই আছেন।

উৎসব নেই, সিনেমা আছে

কান চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে এবারের নির্বাচিত ছবির নাম। এ আসরে ২ হাজার ৬৭টি ছবি থেকে নির্বাচিত হয় ৫৬টি ছবি। এর মধ্যে ১৫টি ছবি নির্মাতার প্রথম নির্মাণ, ১৬টি ছবির নির্মাতা নারী।এবার কানে ওয়েস অ্যান্ডারসন, ফ্রাঁসোয়া ওজোঁ, নাওমি কাওয়াসে, পেট ডক্টর ও ফ্রান্সিস লিদের নাম আছে। আছেন টিমোথি চ্যালামেট, সার্সে রোনান, ভিগো মর্টেনসেন, টিল্ডা সুইনটন, কেট উইন্সলেটের মতো তারকা। আছে স্টুডিও গিবলির অ্যানিমেশন ছবি বিখ্যাত পরিচালক হায়াও মিয়াজাকির ছেলে গোরো মিয়াজাকির ইয়ারউইগ অ্যান্ড দ্য উইচ এবং জনপ্রিয় জম্বি সিনেমা ট্রেন টু বুসান—এর সিকুয়েল পেনিনসুলা। তালিকায় প্রথম দিকে আছে ওয়েস অ্যান্ডারসনের দ্য ফ্রেঞ্চ ডিসপাচ, ফ্রাঁসোয়া ওজোঁর ইটি ৮৫, নাওমি কাওয়াসের টু মাদারস, স্টিভ ম্যাককুইনের লাভারস রক ও ম্যানগ্রোভ, টমাস ভিন্টারবার্গের অ্যানাদার রাউন্ড, মাইওয়েনের এডিএন (ডিএনএ), জনাথন নসিটারের লাস্ট ওয়ার্ডস, ইম সাং-সুর হ্যাভেন টু দ্য ল্যান্ড অব হ্যাপিনেস, ফার্নান্দো ক্রুয়েবার ফরগটেন উই উইল বি, ইয়ন সং-ওর পেনিনসুলা, শারুনাস বার্তাসের ইন দ্য ডাস্ক, লুকা বেলভ্যুর হোম ফ্রন্ট ও কোজি ফুকাদার দ্য রিয়েল থিং।

উৎসবের লোগো সেঁটে যাওয়ায় এই ছবিগুলো ডাক পাবে লোকার্নো, টরন্টো, স্যান সেবাস্তিয়ান, বুসান, নিউইয়র্ক, রোম, টোকিও, স্যানডান্সসহ নামকরা উৎসবগুলোতে। এ ছাড়া চুক্তি হয়েছে কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়া ছবিগুলো স্যান সেবাস্তিয়ানেও সুযোগ পেতে পারে প্রতিযোগিতার জন্য। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার বলা যায়।

মঙ্গলবার ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুতদের বাচারা গণঅবস্থানে শামিল হয়। ছবি- নিজস্ব।

অসম : বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষা সহ কয়েকটি সিদ্ধান্তে অনুমোদন ক্যাবিনেট বৈঠকে

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি এনএইচএম-এর অধীনস্থ সকল কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম মন্ত্রিসভার বৈঠকে। আজ মঙ্গলবার সনোয়াল সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এনএইচএম-এর অধীনস্থ সকল কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত নিশ্চিত করার পাশাপাশি এঁরা সরকারি কর্মচারীর মতো যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন বলে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। এদিকে আজকের বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে সহযোগী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হবে বড়ো ভাষা। এছাড়া সরকারি রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে থাকবে না কোনও সমস্যা। জমি-মালিকের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট দফতর সরাসরি ক্রয় করতে পারবে প্রয়োজনীয় ভূমি। অন্যদিকে 'অসম মালা' প্রকল্পের অধীনস্থ সব রাস্তা প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বৈঠকে।

তাছাড়া সমাজকল্যাণ দফতরের দুটি করে অধিকরণ গঠিত হবে। দুটি অধিকরণ যথাক্রমে মহিলা ও শিশু কল্যাণ এবং সামাজিক, ন্যায় ও সবলীকরণ। এজন্য নাবার্ড-এর কাছ থেকে ৯১ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার জন্য অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

কোচ-রাজবংশী, মরান, মটক পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠনে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বড়ো কছাড়ি স্বশাসিত পরিষদ গঠনেও অনুমোদন মিলেছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

সংবাদ মাধ্যমে জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে মন্তব্য, শোকজ এআইইউডিএফের দক্ষিণ করিমগঞ্জের চার নেতাকে

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জ এআইইউডিএফে গৃহযুদ্ধ যেন থামতে চাইছে না। দলের জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার এবং বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের মধ্যে দলীয় টিকিট নিয়ে যে দড়ি টানাটানি চলছে এতে এই কেন্দ্রে দলীয় ভিত নড়ে গেছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ এআইইউডিএফ এখন 'তালুকদার বনাম খান', এই দুই লবিতে বিভাজিত। দক্ষিণ করিমগঞ্জের দলীয় সংগঠনগুলো ২১-এর নির্বাচনে বর্তমান বিধায়ককে পুনরায় দলীয় প্রার্থী হিসেবে চাইছেন না।

এ নিয়ে বিগত কয়েক মাস থেকে দক্ষিণ করিমগঞ্জের দলীয় অন্দরমহলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। এরই মধ্যে দলের জেলা কমিটির বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমে বেফাঁস মন্তব্য করে শোকজ নোটিশ পেলেন এইইউডিএফের দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকা কমিটির সভাপতি সহ দুই সাধারণ সম্পাদক ও যুব কমিটির সভাপতি। তিনদিনের সময়সীমা দিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের স্বপক্ষে তথ্য-প্রমাণ নিয়ে জেলা কার্যালয়ে ২৪ ডিসেম্বর উপসিত হওয়ার জন্য জেলা কমিটি নির্দেশ জারি করেছে।

গত সাপ্তাহে দলের জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদারের বিরুদ্ধে লোকসভা ভোটের খরচের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার হিসাব না দেওয়া সহ নানা বিতর্কিত বিষয় সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরায় শেষ পর্যন্ত দলীয় অনুশাসনভঙ্গের দায়ে ঝামেলায় জড়িয়েছেন বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান ঘনিষ্ঠ বিধানসভা ভিত্তিক কমিটির সভাপতি মওলানা আলাউদ্দিন, প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুনিম, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হক এবং যুব কমিটির সভাপতি মিসবাহ উদ্দিন। দলের প্রধান বদরউদ্দিন আজমল বিগ্রেডের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে ২০ ডিসেম্বর জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার এই চার পদাধিকারীর নামে শোকজ নোটিশ জারি করে আগামী ২৪ ডিসেম্বর জেলা কার্যালয়ে স্বশরীরে উপসিত হয়ে প্রদত্ত বিবৃতির স্বপক্ষে তথ্য-প্রমাণ পেশ করার নির্দেশ জারি করেছেন।

করিমগঞ্জ শহরে উদ্ধার বিপুল পরিমাণের গাঁজা, আটক এক

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জে বিশাল পরিমাণের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে ট্রাফিক পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে রত্নেশ কুমার নামের এক ব্যক্তিকে আটক করলেও তার অপর তিন সঙ্গী পালিয়ে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে।

জানা গেছ, মঙ্গলবার সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা নাগাদ করিমগঞ্জ শহরের স্টেশন রোডে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে তিনটি বিশাল আকারের ব্যাগ নিয়ে চারজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের জনৈক কর্মী। তাদের হাবভাব দেখে ট্রাফিক পুলিশের সন্দেহ জাগে। কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে, এই প্রশ্নের জবাব চাইতে ট্রাফিক পুলিশ এগিয়ে গিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই রহস্য বেরিয়ে আসে। ততক্ষণে চারজনের মধ্যে তিন জন সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। ট্রাফিক পুলিশকর্মীটি অবশ্য তৎপরতার সঙ্গে তিনটি বিশাল ব্যাগ সহ রত্নেশ কুমার নামের ব্যক্তিকে আটক করেন।

পরবর্তীতে ট্রাফিক পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত রত্নেশ কুমার জানায়, আগরতলা থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে এই তিন ব্যাগ গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল তারা। করিমগঞ্জ থেকে অন্য গাড়ি ধরে গুয়াহাটি যাওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এখানে নেমেছিল। গাঁজা ভরতি তিনটি ব্যাগ সহ রত্নেশ কুমারকে করিমগঞ্জ সদর থানায় সমঝে দেন ট্রাফিক পুলিশকর্মী।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্রই দেশের শক্তি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্রই হল দেশের শক্তি। এই শক্তি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি এবং সেই শক্তিকে কোনও ভাবেই দুর্বল না করার প্রয়াসও আমাদের করা উচিত। মঙ্গলবার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিশ্বদরবারে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দেশের ও বিশ্বের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত পড়ুয়ারা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনগুলির সঙ্গে জড়িত শিক্ষার ইতিহাস ভারতের মূল্যবান পরম্পরার অংশ বিশেষ। বিগত ১০০ বছরে ভারতের সঙ্গে বেশ কয়েকটি দেশের সম্পর্ক মজবুত করার পিছনে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

করোনা-সঙ্কটের সময় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রসংশা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, করোনা-সঙ্কটের সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে সমাজের সহায়তা করেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিনামূল্যে পরীক্ষা করানো, আইসোলেশন ওয়ার্ড বানানো, প্লাজমা ব্যাঙ্ক বানানো এবং পিএম কেয়ার ফান্ডে বিপুল অর্থ সাহায্য করা, সমাজের প্রতি আপনাদের দায়িত্বের জানান দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, এখানে উর্দু, আরবিক ও পারসিক ভাষায় ইসলামিক সাহিত্যের উপরে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে, তাতে সমগ্র ইসলামিক বিশ্বে সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার বিকাশ ঘটিয়েছে। বিদেশ সফরের স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিদেশ সফরে গিয়ে আমার সঙ্গে প্রায়শই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের সঙ্গে দেখা হয়, যাঁরা তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গর্বিত বোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যেন এক শহর, যা ভারতের এক সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্রই দেশের শক্তি। এই শক্তিসম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা জরুরি এবং তাকে কোনও ভাবেই দুর্বল না করার প্রয়াসও আমাদের করা উচিত। এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত নীতি বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান, আগে মুসলিম মেয়েদের স্কুল ড্রপআউট রেট ৭০ শতাংশের বেশি ছিল, এখন তা কমে ৩০ শতাংশে এস পৌঁছেছে। আগে লক্ষ লক্ষ মুসলিম মেয়েরা শৌচালয়ের অভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দিতেন, এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে একবিংশ শতাব্দীর ভারতের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের যুব সমাজ "দেশ সর্বাগ্রে" আহ্বানের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উচ্চ শিক্ষায় এনরোলমেন্ট সংখ্যা বাড়ানো এবং আসন বাড়ানোর জন্য নিরন্তর কাজ করছে সরকার। মেডিক্যাল শিক্ষা নিয়েও অনেক কাজ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের নজর রয়েছে ভারতের দিকে।

এ দিন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারক ডাকটিকিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রসঙ্গত, এই প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করলেন। ১৯২০ সালে সংসদে আইন পাশ করে ১৮৭৭ সালে স্যর সৈয়দ আহমেদ খান প্রতিষ্ঠিত মহামেডান অ্যাংলো কলেজকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছিল।

বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করিমগঞ্জের হাতিখিরা বাগান, আঠান্ন ও হরিবাসরের একাংশ

পাথারকান্দি (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন, ২০২১-এর মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আজও সঠিক বাস্তবায়ি হয়নি করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার একাংশ গ্রাম, চা বাগান এলাকায়। কোনও প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় নয়, একেবারে জাতীয় সড়ক লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় আজও পৌঁছেনি প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের দীনদয়াল বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প। এর জন্য বহুজন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের গরিমসিকে দায়ী করেছেন।

অনেকে বলেছেন, বিধায়ক চেষ্টা করলে এতদিনে তাঁর নির্বাচন এলাকার একশো শতাংশ গ্রাম এবং চা বাগানগুলির অলিগলিতে পৌঁছে যেত বিদ্যুৎ পরিষেবা। কিন্তু বিভাগীয় বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা বিধায়কের স্নেহাভাজন হওয়ায় নাকি থমকে গেছে ঘর ঘর রোশনির কাজটি। এতে স্থানীয় জনমনে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। হাতিখিরা বাগান সহ আঠান্ন ও হরিবাসর গ্রামের ভুক্তভোগী হীরা তুরিয়া, বলাই দাস, শুক্লা বৈদ্য, জগলাল তুরিয়া, রেণু কর্মকার, স্বপন কর্মকার, মোহনলাল তেলি, কালাউতি তুরিয়া, পর্দুম কেওট প্রমুখ জানান, তাঁদের এলাকায় অর্ধেক সংখ্যায় বিদ্যুতের খুঁটি বসানো হলেও বাকি গ্রামে কোনও খুঁটি পোঁতা হয়নি।

এমন-কি, স্থানে স্থানে খুঁটি বসানো হলেও বিদ্যুৎ পরিবাহী তার টানা হয়নি। তবে তাদের প্রত্যেকের ঘরে গত প্রায় দেড় বছর আগেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে মিটার বক্স। অভিযোগকারীরা আরও জানান, বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার নামে তাঁদের কাছ থেকে নাকি মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করেছেন বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার। তবুও আজ পর্যন্ত তাঁদের ভাগ্যে বিদ্যুতের আলো জুটেনি। আধুনিক যুগেও তাঁদের সেই আদিম যুগের কুপি বাতি, মশাল, হারিক্যান ইত্যাদি জ্বালিয়ে দিন গুজরান করতে হচ্ছে। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য ভুক্তভোগীরা বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং বিভাগীয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিটিআর : গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের নির্দেশ, আস্থা ভোটের সম্মুখিন হতে হবে প্রমোদ বড়োকে

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিটিআর নির্বাচন এবং ইউপিপিএল-বিজেপি-জিএসপি জোট পরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত। আদালত বলেছে, আগামী ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বিটিআর-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) প্রমোদ বড়ো তথা তাঁর নেতৃত্বাধীন পরিষদকে আস্থা ভোটের সম্মুখিন হতে হবে।

নবগঠিত পরিষদকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের সুযোগ দিয়ে আদালত বলেছে, এর আগে কোনও ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না পরিষদ। এছাড়া মনোনীত পারিষদবর্গ ভোটদানে অংশ নিতে পারবেন না বলে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। আদালত আরও বলেছে, আস্থা ভোটের পর ভোটদানের মাধ্যমে সিইএম বাছাই করতে হবে।

এদিকে আজ মঙ্গলবার কোকরাঝাড়ের বড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সাংস্কৃতিক প্রকল্পের প্রেক্ষাগৃহে একদিবসীয় কার্যসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউপিপিএল-এর প্রথম কার্যনির্বাহক বৈঠক। ইউপিপিএল-এর সভাপতি প্রমোদ বড়ো, কার্যনির্বাহী সভাপতি রৌণগৌরা নার্জারি, সাধারণ সম্পাদক মাউথি হাজোয়ারি প্রমুখকে নিয়ে বিটিএডি এলাকার চার জেলার শতাধিক প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। দলের প্রথম কার্যনির্বাহক বৈঠকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দলের স্থিতি, ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং নির্বাচনের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ মাধ্যমে সঙ্গে বর্তালাপে প্রমোদ বড়ো বলেন, দলের বর্তমান স্থিতি যথেষ্ট মজবুত। বিটিআর এলাকায় বহু কাজ করতে হবে। প্রশাসন এবং জনতার মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। বিটিআর এলাকায় বিগত ১৭ বছর কোনও সিস্টেম সুষ্ঠুভাবে চলেনি, বলে ইউপিপিএল প্রধান প্রমোদ বড়ো।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাখী বোন নিখোঁজ বালোচ নেত্রী করিমার রহস্য মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও আইএসআই-এর কট্টর সমালোচক বালোচ নেত্রী করিমা বালোচের (৩৫) রহস্যজঙ্ক মৃত্যু। ২০১৫ সাল থেকে কানাডায় শরণার্থী হিসেবে পালিয়ে আসেন করিমা। মঙ্গলবার 'দ্য বালোচিস্তান পোস্ট' সংবাদপত্রে তাঁর আচমকা নিরুদ্দেশ হওয়া ও খুনের খবর প্রকাশ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। গত মার্চ মাসে আর এক বালোচ আন্দোলনকর্মী সাংবাদিক সাজিদ হুসেন সুইডেন থেকে নিখোঁজ হন বলে জানিয়েছে সংবাদপত্রটি। পরে নদী থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। সাজিদের বন্ধু ও আত্মীয়দের দাবি, তাঁকে খুন করা হয়েছিল। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি রাখী উপহার দিয়েছিলেন। গত ২০ ডিসেম্বর শেষবার করিমাকে জনসমক্ষে দেখা গিয়েছিল। তার পর থেকেই তাঁর হদিশ মেলেনি। বালোচিস্তানে তাঁর খোঁজে পাক সেনা ও আইএসআই তল্লাশিতে নামলে ২০১৫ সালে কানাডায় শরণার্থী হিসেবে পালিয়ে আসেন করিমা। তার আগে বালোচিস্তানের টাম্প শহরে পাকিস্তানি সামরিক হানা থেকে অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। কানাডায় এসে তিনি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর 'রাইটস ফর রাইটস' প্রচারে যোগ দিয়ে বালোচিস্তানে রাজনৈতিক অপহরণ ও গুম করার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ শুরু করেন। বিবিসি-র বিচারে তিনি বিশ্বের ১০০ জন 'সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী' মহিলার তালিকায় স্থান পান।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে রাখী বন্ধন উপলক্ষে টুইটারে পোস্ট করা এক ভিডিয়ো বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দমোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন করিমা।

ছয়ের পাতায়

অতিমারীর কারনে হচ্ছে না পৌষমেলা মন খারাপ শান্তিনিকেতনের

শান্তিনিকেতন, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনার জেরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার শতবর্ষে ও পৌষমেলার আয়োজন থেকে বিরত থাকতে হল বিশ্বভারতীকে। শেষ পৌষমেলা হয়নি ১৯৪৬ সালে এবার অতিমারীর কারনে ফের ৭৫ বছর পর আবার ও পৌষমেলার ছেদ পরল তাই মন খারাপ শান্তিনিকেতনের। তবে ঐতিহ্য মেনে একান্ত ঘরোয়া ভাবেই বিশ্বভারতী পৌষ উৎসব পালন করবে।আজ ৭ পৌষ ছাতিমতলায় উপাসনার মধ্য দিয়ে সূচনা হবে পৌষ উৎসবের।

বিশ্বভারতীর সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন উৎসব, পৌষ উৎসব ও পৌষমেলা।কিন্তু করোনা আবহে এবার মেলায় ইতি। প্রবীন আশ্রমিক দের কথায়, ১৮৪৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক করলেন, দীক্ষিত ব্রাহ্মদের নিয়ে একটি মেলা করবেন।১৮৪৫-এর ৭ পৌষ, কোলকাতার অদূরে মেলা বসল গোরিটির বাগানে। পরে ১৮৬২ সালে বোলপুরে জনবিরল প্রান্তরের মধ্যে দুটি নিঃসঙ্গ ছাতিম গাছের তলায় মহর্ষি সন্ধান পেলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের।পরে রায়পুরের জমিদার সিংহ পরিবারের কাছ থেকে মৌরসীস্বত্বে কিনে নিলেন।পরে ১৮৮৮ সালে ২২ মার্চ মহর্ষি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডিড করে লিখলেন, "ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রাষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন।" যে ডিডে পৌষ মেলা করার নির্দেশ রয়েছে।

১৮৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর (১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ) শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হয়।

ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মরণে মন্দিরের উল্টোদিকের মাঠে একটি ছোটো মেলা আয়োজন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের সেই পৌষমেলা শুধুমাত্র বীরভূম জেলার নয়, অন্যান্য অঞ্চলের পর্যটকেদেরও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, 'মহর্ষির ইচ্ছা অনুসারে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা প্রথম বসল ১৮৯৪ সালে, ৭ পৌষ। মন্দিরের সামনের মাঠে স্থানীয় দের নিয়ে বসল প্রথম পৌষ মেলা।তবে মাঝে দুবার মেলা হয়নি। এবারও অতিমারীর কারনে পৌষ মেলা করা যাবে না।'

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারই প্রথম নয় আগেও দুবার পৌষ মেলা হয়নি। ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের সময়। এবং ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলায় দাঙ্গার কারনে। ফের ২০২০ সালে করোনা অতিমারীর কারনে পৌষ মেলা বন্ধ থাকবে।তাই মন খারাপ শান্তিনিকেতনের।নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানে না শেষ কবে পৌষ মেলা বন্ধ হয়েছে। তাই ছাত্র ছাত্রীদের অনেকেই চায় পৌষ মেলা হোক।

বিশ্বভারতীর গবেষক ছাত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য বলেন, 'পৌষ মেলা আর পাঁচটা মেলার মতো না, পৌষ মেলা কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের বহমান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এবং স্থানীয় পণ্য বিপননের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও। পৌষ মেলা বাঙালির অহংকার। এই বছর বাঙালির ঐতিহ্য বিশ্বভারতীর শতবর্ষ পূর্তি, তাই এই বছর পৌষ মেলা না হওয়ার দুঃখটা অন্যরকম, অনেক গভীর। তা আর নতুন করে বলার অবকাস রাখে না । কর্তৃপক্ষ একটু সংবেদনশীল হয়ে করোনা বিধি মেনে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মেলার আয়োজন করতেই পারতেন। দুর্গাপূজো সহ অনান্য সকল সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো পালিত হচ্ছে। তাই বিশ্বভারতীয় অংশ হিসাবে আক্ষেপ তো রয়েই গেল।'

শান্তিনিকেতনের প্রবীণ শান্তিনিকেতন স্বপন কুমার ঘোষ বলেন,' শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাকে কেন্দ্র করেই পৌষমেলার সূচনা হয়েছিল। সেই পৌষমেলা পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক মানের রূপ নিয়েছে। আজ পৌষমেলা গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি সেতু রচনা করছে। তার উপর এবছর পৌষমেলার শতবর্ষ।কিন্তু অতিমারীর কারনে সব বন্ধ। তবুও পৌষমেলা কথা ভাবলে মন সত্যিই ভারাক্রান্ত।'

মহিলা হস্ত শিল্প ব্যবসায়ী কবিতা রাই বলেন,' আমরা সারা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি এই পৌষমেলার জন্য।

একটু ভালো রোজগারের আশায়। একে লকডাউনের জেরে সব গেছে। তার উপর পৌষমেলা ও হচ্ছে তাই আমাদের সত্যিই মন ভালো নেই।'

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন দিনের পৌষ উৎসবের ঐতিহ্য বাহী অনুষ্ঠান গুলি নিয়ম মেনে পালন করবে বিশ্বভারতী।৭ পৌষ ছাতিমতলায় উপাসনা, সন্ধ্যায় আলোক সজ্জা। ৮ পৌষ সকালে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর শততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন আচার্য তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী - - - তবে অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত থাকবেন বিশ্বভারতীর প্রধান তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়।বিকালে মহর্ষি স্মারক বক্তৃতা।পরদিন ৯ পৌষ সকালে পরলোক গত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতি বাসর। সন্ধ্যায় খ্রীষ্টোৎসব মধ্যে দিয়ে পৌষ উৎসবের সমাপ্তি হবে।

ডিডিসি নির্বাচনে ৭৩টি আসনে এগিয়ে পিএজিডি জোট, বিজেপি ৫০টিতে

শ্রীনগর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের জেলা উন্নয়ন পর্ষদের (ডিডিসি) নির্বাচনে ৭৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে সাতটি রাজনৈতিক দলের জোট পিপলস এলায়েন্স ফর গুপকার ডিক্লারেশন (পিএজিডি)। ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে রয়েছে ৫০টি আসনে। ২১টি আসনে এগিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে কংগ্রেস। আপাতত ২৮০টি আসনের মধ্যে ১৯৩টি আসনের ট্রেন্ড জানা গিয়েছে। মোট আটটি দফায় জম্মু ও কাশ্মীরে ডিডিসি নির্বাচন হয়েছিল।

ইতিমধ্যেই শ্রীনগরের বালহামা আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী আজাজ হুসেন। শ্রীনগরের খিম্বের থেকে জয়ী হয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রাথী কাইসার মীর এবং শ্রীনগরের হাওয়ান থেকে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থী শাবির আদ রেশি। শ্রীনগরের জেলা নির্বাচন অফিসার শাহিদ চৌধুরী জানিয়েছেন, শ্রীনগরে ১৪টি ডিডিসি আসনের মধ্যে ৭টিতে জয়ী নির্দল প্রার্থী, আপনি পার্টি তিনটি আসনে এবং বিজেপি, পিডিপি, ন্যাশনাল কনফারেন্স, জম্মু-কাশ্মীর পিপলস মুভমেন্ট একটি করে আসনে জয়ী হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদীকে আমেরিকার লিজন অফ মেরিট সম্মানে ভূষিত করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২২ ডিসেম্বর (হি স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমেরিকার লিজন অফ মেরিট সম্মানে ভূষিত করলেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের কৌশলগত অংশীদারিত্বর সম্পর্ক উন্নত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্মানে ভূষিত করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে স্থানীয় সময় সোমবার মোদীর হয়ে এই পুরস্কার নিলেন আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সাঁধু। আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এই পুরস্কার গ্রহণের ব্যাপারটি জানিয়েছে। টুইট করে লেখা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য রিজন অফ মেরিট পুরস্কারে সম্মানিত করলেন। নরেন্দ্র মোদীকে পুরস্কৃত করতে পারা এই মুহূর্ত আমাদের জন্য গৌরবের। মোদীর পাশাপাশি এই পুরস্কার পেলেন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। ইন্দো—পেসিফিক অঞ্চল মুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য এই সম্মান পেলেন আবে। আর আমেরিকার সঙ্গে যৌথভাবে নিরাপত্তা এবং বিশ্বের অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য পুরস্কৃত হলেন মরিসন। প্রসঙ্গত, লিজন অব মেরিট পুরস্কার সাধারণত দেওয়া হয় মার্কিন সেনা অফিসারদের। এছাড়া আমেরিকার জন্য ভালো কোনও কাজ করা ব্যক্তি অথবা অন্য দেশের কোনও রাষ্ট্রনায়ক এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

করোনা আবহে আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শহর জুড়ে শুরু হচ্ছে বাংলা সঙ্গীতমেলা

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। কিন্তু এরই মাঝে এসে গিয়েছে শীতকাল। আর শীত মানেই শহরবাসী অপেক্ষা করে থাকে বিভিন্ন মেলার জন্য। অবশেষে কলকাতায় শুরু হতে চলেছে বাংলা সঙ্গীতমেলা। আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়-র হাত ধরে শুরু হচ্ছে বাংলা সঙ্গীতমেলা।

মার্চ মাস থেকে শহর জুড়ে দাপিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। এরই মাঝে বাংলা সঙ্গীতমেলার শুভক্ষণ উপস্থিত। আগামী ২৩ ডিসেম্বর উত্তীর্ণ মুক্তমঞ্চে বাংলা সঙ্গীতমেলা এবং বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে কলকাতার ১০টি মঞ্চে "বাংলা সঙ্গীতমেলা" অনুষ্ঠিত হবে। মঞ্চগুলি হল রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবন, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদে যাত্রামঞ্চ, হেদুয়া পার্ক, মধুসূদন মুক্তমঞ্চ,

ছয়ের পাতায়

কাবুলের পূর্ব প্রান্তে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ, ৪ চিকিৎসক-সহ নিহত ৫ জন

কাবুল, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ক্রমাগত ঘটেই চলেছে জঙ্গি হামলার ঘটনা। মঙ্গলবারও কাবুলের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত পুল-ই-চরকি এলাকায় গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যু হল চার চিকিৎসক-সহ পাঁচজনের। ওই চিকিৎসকরা স্থানীয় কারাগারে তালিবান জঙ্গিদের চিকিৎসা করতেন।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে চারজন চিকিৎসককে নিয়ে একটি গাড়ি পুল-ই-চরকি কারাগারে যাচ্ছিল। সেসময় অজ্ঞাত পরিচয়ের জঙ্গিরা ওই গাড়িতে চুম্বক বোমা আটকে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে ওই গাড়িতে থাকা চারজন চিকিৎসক-সহ একজন পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছে আরও দু'জন।

কাবুল পুলিশের মুখপাত্র ফেরদৌস ফারামার্জ জানান, কাবুলের পূর্ব প্রান্তে পুল-ই-চরকি জেলে তালিবান-সহ প্রচুর জঙ্গি থাকে। মৃত চিকিৎসকরা তাদের দেখভালের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মঙ্গলবার তাঁরা একটি গাড়িতে করে ওই জেলের উদ্দেশে যাওয়ার পথে রাস্তায় বিস্ফোরণ হয়। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী দায় স্বীকার করেনি। তবে যেহুতু ওই চিকিৎসকরা তালিবান জঙ্গিদের চিকিৎসার কাজে যুক্ত ছিল তাই এটা আইএসআইএস বা আল কায়দার কাজ বলেই অনুমান করে হচ্ছে।

করোনা-আক্রান্ত অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং, রয়েছেন কোয়ারেন্টাইনে

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): চলচ্চিত্র জগতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। এবার মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং। রাকুল নিজেই মঙ্গলবার টুইট করে কোভিড-পজিটিভ হওয়ার খবর জানিয়েছেন। টুইটারে বিবৃতি মারফত রাকুল জানিয়েছেন, "সকলকে অবহিত করতে চাই, আমি করোনা-সংক্রমিত হয়েছি। নিজেকে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছি। আমি ভালো আছি এবং যতখন না পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠছি, ততক্ষন বিশ্রাম নেব।"

ছয়ের পাতায়

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

আহতদের মধ্যে একজন গাড়িচালক এবং অপরজন বাইকের চালক।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ঘন কুয়াশার মধ্যে দ্রুতবেগে গাড়ি এবং বাইক যাচ্ছিল। ড্রপ গেট এলাকায় সামনাসামনি এসে পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। ফলে এই ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অরুন্ধতী নগর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি এবং বাইকটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেছে অরুন্ধতী নগর থানার পুলিশ।

সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরের রাঙ্গা ছড়ায় মালবাহী একটি গাড়ি মঙ্গলবার সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা লাগে। তাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়।বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন বেরিয়ে এসে গাড়ি থেকে আহত চালককে উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে গাড়ির চালক মোহনপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।জানা গেছে গাড়িটি খোয়াই থেকে মোহনপুর এর দিকে আসছিল। সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

যাত্রী দুর্ভোগে ধারণ করেছে।উল্লেখ্য রবিবার এরপরে প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র করেন বাড়িতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর এক কর্মী সভা চলাকালে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়।সিপিআইএমের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে পবিত্র করে বাড়িতে যুব সংগঠনের কনভেনশন চলাকালে বিজেপি আশ্রিত সন্ত্রাসীরা তার বাড়ির সামনে বাইক স্কুটি এবং গাড়ি ভাঙচুর করে এবং বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতিকারীরা বেশ কয়েকজন সিপিআইএম নেতা কর্মীকে রক্তাক্ত করেছে।

সিপিআইএম কর্মীরা সর্মথকরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুললে বিজেপি আশ্রিত সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।পরবর্তী সময়ে রবিবার রাতে বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা অগ্নিসংযোগ সহ নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত করা হয়েছে। রবিবার থেকে খয়েরপুর বিধানসভা এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।পরিস্থিতি মোকাবেলায় খয়ের পুর বিধানসভা এলাকার স্পর্শ কাতর অঞ্চলগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।ফের যেকোনো সময় খয়ের পুর বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

করা হচ্ছে।বনদপ্তর এর তরফ থেকে এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযানকারী দলের কর্মকর্তারা জানান দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বেআইনিভাবে মিনি স মিল বসিয়ে কাঠ পাচার করা হচ্ছিলো। এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বেআইনিভাবে গাছ কেটে এসব কাঠ তৈরি করা হতো বলে জানা যায়।এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাতে গিয়ে বনদপ্তর এর কর্মীরা সাফল্য পেয়েছে। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য সূত্রে জানানো হয়েছে।

রহস্য মৃত্যু

পাচের পাতার পর

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বালোচিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের খবর বিশ্বের নানান দেশে ছড়িয়ে দিতে তিনি মোদীকে অনুরোধ করেছিলেন।

কোয়ারেন্টাইনে

পাচের পাতার পর

সম্প্রতি রাকুলের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন রাকুল। টুইটারে তিনি অনুরোধ জানান, ”আমার সান্নিধ্যে আসা প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে নিজের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। ধন্যবাদ এবং প্রত্যেকে সুস্থ থাকুন।”

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সোমবার ঘোষণার পর মঙ্গলবারই স্ত্রী সুজাতাকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠালেন সৌমিত্র খাঁ

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি স): নির্বাচনের আগেই দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গন। সোমবারই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেয় বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর স্ত্রী সুজাতা খাঁ মন্ডল। স্ত্রীর সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে সুজাতাকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠাবেন সাফ জানিয়ে দেন সৌমিত্র খাঁ। যেমন কথা তেমন কাজ মঙ্গলবারই স্ত্রী সুজাতাকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠিয়ে দিলেন সৌমিত্র খাঁ।

সোমবারই তৃণমূল ভবনে গিয়ে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর স্ত্রী সুজাতা। সুজাতার হাতে পতাকা তুলে দেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায় এবং তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। আর এরপরেই সুজাতা মণ্ডল খাঁর তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরেই দুঃখ প্রকাশ করে সৌমিত্র খাঁ বলেন, ” কখনো তোমাকে আমি দুঃখ দিইনি। কিছু বলার নেই যা ভালো বুঝেছো করেছো। আজ থেকে সৌমিত্র খাঁ একা।সম্পূর্ণভাবে তোমাকে খাঁ পদবী থেকে মুক্তি দিলাম। আমি পশ্চিমবাংলার যুবসমাজের জন্য কাজ করব। আজ থেকে সৌমিত্র সুজাতার সম্পর্ক শেষ। আমি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডিভোর্স-র নোটিশ পাঠিয়ে দেব”। সোমবার এইকথা বলার পরেই মঙ্গলবারই আইনজীবীর মাধ্যমে স্ত্রী সুজাতেকে ডিভোর্সের নোটিস পাঠালেন সৌমিত্র খাঁ।

সঙ্গীতমেলা

পাচের পাতার পর

একতারা মুক্তমঞ্চ, বড়িশা ক্লাব ময়দান, দেশপ্রিয় পার্ক এবং রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি মুক্তমঞ্চ। সেই সঙ্গে ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত চারুকলা পর্ষদ প্রাঙ্গণ সংলগ্ন মুক্তমঞ্চে এবং ১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে একতারা মুক্তমঞ্চে বিশ্ববাংলা লোকেসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। জানা গিয়েছে এবারের সঙ্গীতমেলায় কলকাতার ১০টি মঞ্চে প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি সঙ্গীতশিল্পী,সঞ্চালক, যন্ত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। এই সঙ্গীতমেলায় কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন জেলার শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। বিশ্ববাংলা লোকেসংস্কৃতি উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলার লোকেশিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন।

আনলক পর্বে ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে একাধিক মেলা, প্রদর্শনী। বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলবে মেলা। মেলায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে স্যানিটাইজার এবং মাস্ক। সিনেমা হলের মতোই একটি করে সিট ছেড়ে বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কলকাতার বেশ কয়েকজন পরিচিত সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে-সঙ্গে করোনার পরে প্রথমবার বাউল শিল্পীরা আসছেন এই মেলায়। জানা গিয়েছে বাংলা সঙ্গীতমেলা উপলক্ষ্যে ২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বিকাল ৫টা এবং রাত ৮টায় কলকাতার বিভিন্ন পাড়ায় প্রতিদিন ৪টি স্থানে ”পাড়ায় পাড়ায় সঙ্গীতমেলা’ নামে অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। পাশাপশি গগনেন্দ্র প্রদর্শালায় ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে’ শীর্ষক একটি প্রদর্শনী। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা থাকবে। অন্যদিকে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ বিকাল ৩ টে নাগাদ একতারা মুক্তমঞ্চে ”বাংলা আধুনিক গান ও চলচ্চিত্রের গানে লোকেসঙ্গীতের প্রভাব” শীর্ষক আলোচনাসভা আয়োজিত হবে। আলোচক হিসাবে বাংলা সঙ্গীতজগতের বিশিষ্ট শিল্পীগণ অংশ নেবেন। বাংলা সঙ্গীতমেলা উপলক্ষ্যে বড়িশা ক্লাব ময়দান অস্থায়ী স্টল তৈরি করে সঙ্গীত-বিষয়ক পুস্তক, সিডি ইত্যাদির প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকছে বলে খবর।

কবীন্দ্র

তিনের পাতার পর

বাহিনীর সৈনিক ও বেশ ক”জন মুক্তিযোদ্ধা। তাদের আত্মত্যাগে ১৭ ডিসেম্বর হানাদারমুক্ত হয় সীতাকুণ্ড। সে সময় এসব ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর বীরদের মৃতদেহ সৎকার করা হয় সীতাকুণ্ড পৌরসদর চন্দ্রনাথ মহাতীর্থের গজারিয়া দীঘির পাড়ে।

সেই বীরত্বগাথার স্মৃতি জাগরূক রাখতে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ এ সব মিত্র বাহিনীর বীরদের স্মৃতিরায় চন্দ্রনাথ ধাম মহাতীর্থের সীতা দেবীর কুণ্ডের ঠিক ওপরে হনুমান মন্দিরের সামনে ২৩ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছে ”মৃত্যুঞ্জয়ী মিত্র” নামক এ ভাস্কর্য।

জিএম

তিনের পাতার পর

মাইবাং স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখে প্রয়োজন হলে এ নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তাছাড়া নিউ হাফলং স্টেশনে যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা ও যাত্রীদের অনান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন আজ। এদিকে পর্যটনের সম্ভাবনাময় রেল স্টেশনগুলিতে অনান্য সুযোগ সুবিধা নিজে থেকেই রেল বিভাগ গ্রহণ করে বলে জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জিএম আনশোল গুপ্তা। এদিকে আজ রাত হাফলং রেলওয়ে গেস্ট হাউসে কাটিয়ে বুধবার সকালে তিনি স্পেশাল ট্রেনে ফিরে যাবেন বলে জানা গেছে।

‘বিজ্ঞানের বছর’ রূপে ২০২০

দুইয়ের পাতার পর

অব ওয়াল্ড রেকর্ড এর পৃষ্ঠায় প্রবেশ করেছে।

এ বছর আইআইএসএফ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে পালন করা হচ্ছে, চলবে ২২ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) তার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (সিএসআইআর-এনআইএসটিএডিএস)-এর মাধ্যমে এই মেগা ভার্চুয়াল ইভেন্ট-এর আয়োজন করছে।

আইআইএসএফ ২০২০-র মূল ভাব হল “আত্মনির্ভর ভারত ও বৈশ্বিক কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান” (সায়েন্স ফর সেল্ফ রিলায়েন্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড গ্লোবাল অয়েলফেয়ার) যা বিশ্বের কল্যানে যা অবদান রাখতে পারে এমন আত্মনির্ভর ভারত গঠনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বানের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

এই চার দিনের বিজ্ঞান উতবের লক্ষ্য হল আমাদের দেশের কোমল শক্তিকে বৈশ্বিক পর্যায়ে শক্তিশালী ও সম্প্রশারিত করা। এছাড়াও যুব ও উদ্ভাবনাময় মনকে আইআইএসএফ ২০২০-র পপ্রতি আকৃষ্ট করতে এসটিইএম জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত ৪১ টি বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২০ যদি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন আবিষ্কারের বছর হয়ে থাকে, তাহলে ২০২১ হবে সারা বিশ্বের যে সব মানুষের জন্য এটা অত্যাধিক জরুরী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি কঠিনতম কাজের বছর।

এই আইআইএসএফ ২০২০, আসুন আমরা এ উপলক্ষে বর্তমান অতিমারির অবসান কল্পে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতিকে দ্বিগুণ করতে শপথ গ্রহণ করি এবং বিজ্ঞানকে জীবন রক্ষাকারী করে তুলতে আমাদের সহযোগিতাকে দ্বিগুণতর করি।

সমস্ত রকম ধ্বংসকান্ড সত্বেও ২০২০ হল বৈজ্ঞানিক সাফল্যের এক মহৎ কাহিনী সমৃদ্ধ বছর। আমার কাছে এই বছরটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এবার বিজ্ঞানীরা হুমকির মুখে মানবিকভাবে প্রথমেই সাড়া দিয়েছেন। একই সঙ্গে, সমস্ত নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, চিকিতার ও টীকা সংস্থানের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই বছরটিতেই।

যেসব বিজ্ঞানী কোভিড ভ্যাকসিন, পরীক্ষা ও চিকিতার জন্য এবছর অবদান রেখেছেন, আপনাদের জয়ধ্বনি করছি এবং আপনাদের জানাই বিপুল অভিনন্দন, ধন্যবাদ! (লেখক কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পৃথিবী বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী)

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ সিপিএম

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। খয়েরপুরে আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের খোঁজ খবর নিতে গেলে সিপিএম নেতৃত্বদের বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দলের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২০ ডিসেম্বর খয়েরপুরে সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য পবিত্র করের বাড়ী সহ পার্টি নেতা, কর্মী, সমর্থকদের বাড়ীতে শাসক দল বি জে পির দুর্বৃত্ত বাহিনী ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করেছে। আক্রান্ত পরিবারগুলোর সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সি পি আই (এম) পরিষদীয় দলনেতা তথা পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে বিধায়কদের একটি টিমের আজ খয়েরপুর যাবার কর্মসূচী ছিল। মানিক সরকার সহ বাদল চৌধুরী, তপন চক্রবর্তী, রতন ভৌমিক, সহিদ চৌধুরী এবং শ্রীমতি বিজিতা নাথ এই বিধায়ক টিমের কর্মসূচী আগেই রাজ্য পুলিশ সদর দপ্তরে জানানো হয়েছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকেই এই এলাকায় বি জে পি তাদের কর্মী-সমর্থকদের জড়ো করে বিরোধী দলনেতা সহ বিধায়ক টিমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। তারা পুলিশের উপস্থিতিতেই রাস্তাগুলো অবরোধ করে রাখে। ফলে বিধায়ক দলের কর্মসূচী আজ বাতিল করতে হয়। বিরোধী দলের নেতা, কর্মী, সমর্থকদের উপর ক্রমাগত শাসক দলের দুর্বৃত্তরা ফ্যাসিস্ট কায়দায় আক্রমণ সংগঠিত করে চলেছে। একটি ক্ষেত্রেও পুলিশ আইনী ব্যবস্থা নেয় না। আক্রান্তদের খোঁজ খবর নিতে যেতে বিরোধী দলনেতা ও বিধায়কদের বাধা দেয়াহচ্ছে। পুলিশের যোগসাজশ ছাড়া এটা হতে পারে না। এই অরাজক অবস্থা কতদিন চলবে? বিধান সভার সি পি আই (এম) পরিষদীয় দল বিধায়কদের আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনে যেতে বাধা দানের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছে। পুলিশের ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ করছে। আইনের শাসন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সমস্ত শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক মানুষকে এক্যবদ্ধ ভাবে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাচ্ছে সিপিএম।

দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে শ্যুটআউট ব্যবসায়ীকে

বারাসাত, ২২ ডিসেম্বর (হি স): শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে শুট আউট। মঙ্গলবার মধ্যমগ্রামের রাজবাটীতে প্রকাশ্যে শ্যুটআউট ব্যবসায়ীকে।

অভিযোগ উঠেছে, মধ্যমগ্রাম রাজবাটী এলাকায় বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ পাঁচিল দেওয়ার কাজে তদারকি করছিলেন পেশায় ব্যবসায়ী এক ব্যক্তি। ঠিক সেই সময় ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে ওই ব্যাবসায়ীর বুকে, পায়ে ও বেশ কয়েকটি জায়গায় গুলি লেগেছে। এরপরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অশোক সর্দার নামে ওই ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক ভাবে মধ্যমগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কি কারণে এই হামলা আর কারা এর নেপথ্যে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

চাকরিচ্যুত

● প্রথম পাতার পর

ডিভিশন বেঞ্চের রায় অগ্রাহ্য করে গুয়ার্তুমির জন্যই আজ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। তিনি বলেন, তখন আদালতের রায় মেনে কয়েকজন চাকরি প্রত্যাশীর চাকরি দিলেই এত ঝামেলা হতো না। তিনি বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারকে নিশানা করে বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে যথেষ্ট রাজনীতি করেছেন। রাজনৈতিক অভিসন্ধি থেকে কোনও কাজই ফলপ্রসূ হবে না। বরং তাঁদের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে ত্রিপুরা সরকারকে সাহায্য করুন।

তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য ১৩, ০০০ পদ সৃষ্টি করে আরেকটি নোংরা রাজনীতির খেলা খেলেছিল বামফ্রন্ট সরকার। সংবিধান প্রদত্ত অধিকার খর্ব করে সৃষ্ট ওই পদ নিয়ে আদালতে চ্যাল হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট তদানীন্তন সরকারকে তিরস্কৃত করেছিল এবং বাধ্য হয়ে তখন ত্রিপুরা সরকার হলফনামা প্রত্যাহার করেছিল। সুদীপবাবু এদিন চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের উপর ভরসা রাখুন। সরকার নিশ্চয়ই আপনাদের মুখে হাসি ফুটাবে।

গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল গাড়িটি সেখান থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। গাড়ির লক ভেঙ্গে এই চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে চোরেরা।বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া গাড়িটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।মাল বোঝাই গাড়ি চুরির ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। গাড়িটি উদ্ধারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে বিলোনিয়া থানা সূত্রে জানা গেছে।

জলের সংযোগ

আটের পাতার পর

৪৩ হাজার ৪১টি পরিবারে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বেলবাড়ি ব্লকের সাইদ্রা, জিরানীয়া ব্লকের মাধববাড়ি, লেফুঙ্গা ব্লকের রাজঘাট এবং কাঁঠালিয়া ব্লকের নির্ভয়পুর-এর একশ শতাংশ বাড়িতে এই পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি) দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দুই

● প্রথম পাতার পর

নড়েচড়ে বসেছে।এই হত্যাকাণ্ডে যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে।আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের নামধাম উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। সে অনুযায়ী এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের তৎপরতা শুরু করবে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ।

শিশুরা

● প্রথম পাতার পর

তাদের চাকরি যায় নি, সরকার তাদের ন্যায্য চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। নয়তো আন্দোলন থেকে তারা পথ ছাড়বে না বলে জানিয়ে দেয়। তবে এ কর্মসূচি আগামী কতদিন চলবে সেটা বলা মুশকিল। এখন লক্ষনীয় বিষয় হলো চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা পিছু হাটবে নাকি সরকার পিছু হাটতে বাধ্য হবে। দৃষ্টি রাজ্যবাসীর।

বেকাররা

● প্রথম পাতার পর

তারা। পরে তাদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা ভবনে গিয়ে দপ্তরের অধিকর্তার উদ্দেশ্যে ডেপুটেশান প্রদান করে। বিপিএড ও এমপিএড পাশ করা বেকার যুবক যুবতীদের পক্ষে নিলাদ্রি ভৌমিক তাদের সমস্যা ও দাবির কথা তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

সপ্তাহ ধরে নানাবিধ কর্মসূচি চলবে। তাঁর আবেদন, আপনারা সকলে এই কর্মসূচিতে শামিল হোন এবং আমাদের সকলের প্রিয় আগরতলা শহরকে সুস্থ ও স্বচ্ছ গড়ে তুলুন।

পালনে সহায়তা

আটের পাতার পর

এক পদক্ষেপের সূচনা করবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপঅধিকর্তা ডা. সুবত দাস, সহ অধিকর্তা পশ্চিম অ’ল ডা. বিল দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জিরানীয়াস্থিত প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহঅধিকর্তা ড. বিধান চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব বেলবাড়ি ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান বিশ্বরাই দেববর্মা।

খোয়াইয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। খোয়াইয়ের উত্তর দুর্গানগরস্থিত পূর্ণিমা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গতকাল এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। খোয়াই মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন দেবাশিষ নাথ শর্মা, পুর পরিষদের সদস্য শঙ্কু পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী সাগর দেব, সত্যজিৎ পাল, দ্বীপ পাল প্রমূখ। ক্রীড়া পর্ষদের সচিব শ্রী রক্ষিত রক্তদানের পাশাপাশি সমাজের সকল অংশের মানুষের প্রতি সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দ্বীপ পাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊষা রাণী সিংহ। রক্তদান শিবিরে এলাকার ২১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ওয়াইঘাটিতে বিক সলিং রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। চলতি অর্থ বছরে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে জম্পইজলা মহকুমার ছয়ঘড়িয়া এ ডি সি ভিলেজের ওয়াইঘাটি গ্রামে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১.৫ কিমি নতুন ইট সলিং রাস্তা তৈরী করা হবে। এমজিএন রেগায় এই রাস্তা তৈরীতে ব্যয় হবে ১৮ লক্ষ টাকা। এতে ওয়াইঘাটি গ্রামের ২৪টি পরিবার উপক’ত হবে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বাস্তুকার মনোজ দেববর্মা এই তথ্য জানান।

নলুয়ায় এইডস কাউন্সেলিং কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নলুয়ায় শহীদ মরণ অনুষ্ঠানে গতকাল ত্রিপুরা স্টেট এইডস কনট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে এইচ আই ভি/এইডস কাউন্সেলিং ও এইডস পরীক্ষা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ও আর এস সংগঠনের সহযোগিতায় নলুয়া বাজারে এই কর্মসূচিতে দারুণ সাড়া পাওয়া গেছে। এই কর্মসূচিতে গতকাল ৩২৫ জনকে এইচ আই ভি পরীক্ষা করা হয়। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৩২টি স্থানে এইচ আই ভি পরীক্ষা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পরিবহণ দপ্তরের ফার্স্ট এপিলেট অথরিটির ঠিকানা পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫ অনুসারে গত ২০ নভেম্বর পরিবহণ দপ্তরের ফার্স্ট অ্যাপিলেট অথরিটি হিসাবে দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজেন্দ্র কুমার নোয়াতিয়াকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সম্পতি এক বি’প্তিতে তার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা বদল ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে তার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা পরিবহণ দপ্তর, সচিবালয়, নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লে’, আগরতলা। পিন নম্বর-৭৯৯০১০ । টেলিফোনে তার সাথে যোগাযোগের নম্বর হল (০৩৮১)২৪১-৬০৪৪ (অফিস)। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে অবর সচিব এক বি’প্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ঋষি কলোনীতে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আগরতলার প্রতাপগড়স্থিত ৪৩ নং ওয়ার্ডে ঋষি কলোনী বস্তি এলাকায় গত ২০ ডিসেম্বর এক স্বাস্থ্যশিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে ১৩৮ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে মেডিসিন বিশেষ’ ডাঃ ভূপেন রবিদাস, শিশুরোগ বিশেষ’ ডাঃ রাজেশ দাস চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন এবং অসংক্রামিত রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। শিবিরে অপথালমিক এসিস্ট্যান্ট চক্ষু পরীক্ষা করেন। তাছাড়া শিবিরে ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা হয় এবং ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করার জন্য ব্লাড স্প্লাইড সংগ্রহ করা হয়। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে হোমিওপ্যাথি আর্সেনিক এলবাম-৩০ জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অন্যান্য রোগের জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।জিরানিয়া থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে পরিবারের লোকজনের অভিযোগ করেছেন এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত কোন ঘটনা নয় তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে পরিবারের তরফ থেকে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে।জিরানিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মৃত যুবকের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় গতকাল রাতে সে ক্রিং উৎসবে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর রাতে বাড়িতে ফিরে আসেনি। স্বাভাবিক কারণেই আশঙ্কা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করে রেললাইনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।জিরানিয়া কৃষ্ণমণি পাড়ায় রেললাইন থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে, বিলোনিয়া আজ সকালে প্রায় সাড়ে দশটার সময় বিলোনিয়া থেকে আগরতলা মূল সড়কে বনকর ঘাট এলাকায় একটি কালভার্টের নিচে তমালের মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায় পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। বাড়িতে পাশাপাশি তমালের বড় ভাই অরুন বিশ্বাস জানায় সে মূক-বধির এবং কিছুটা মানসিক বিকারগ্রস্ত। প্রায় সময় স্থানীয় বনকর বাজারে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু গতকাল রাতে বাড়িতে ফেরে নাই। আজ সকালে বাড়ির লোকজন খবর পায় বনকর ঘাট এলাকায় একটি কালভার্টের নিচে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে এলাকাবাসী।

বিধায়কের

● প্রথম পাতার পর

সরকারি আধিকারিক অবসরে গেলেই ওই পদ খালি হয়ে যায়। ফলে, তখন ওই পদে নিয়োগের বিধান রয়েছে। কিন্তু, এক বছরের মধ্যে ওই পদে নিয়োগে নতুন করে অর্থ দফতরের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এক বছর ওই পদ শূন্য পড়ে থাকলে তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। এমনই আদেশ জারি করেছিলেন তিনি।

সুদীপবাবু বলেন, বাম জমানায় জারিকৃত আদেশ এখন কার্যকর হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে, সরকারি কর্মচারী অবসরে যাওয়ার পর এক বছর ধরে শূন্যপদ পূরণ না হলে ওই পদ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ, বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন একতরফাভাবে বর্তমান রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। তিনি বলেন, অতীতেও বহুবার তদানীন্তন সরকারের কাছে আবেদন রেখেছি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের মতোই শূন্যপদের মেয়াদ এক বছরের বদলে পাঁচ বছর করা হোক। কিন্তু, তখন আমাদের দাবি পাত্তা দেয়নি বামফ্রন্ট সরকার। তাই তিনি বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের কাছে আবেদন জানান, শূন্যপদের মেয়াদ এক বছরের বদলে পাঁচ বছর করা হোক।

দৌরাত্ম্য

● প্রথম পাতার পর

ফুলকুমারী ও খিলপাড়া সহ গোটা উদয়পুর মহকুমা জুড়ে চাঞ্চল্য ও কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ে। এই ছিনতাইয়ের ঘটনা উদয়পুর রেল স্টেশনে এলাকায় মদ ,জুয়া , দেহ ব্যবসা, কোরেক্স-ইয়াবা টেবলেট বিক্রির অবাদ বানিজ্যের সাথে নতুন করে সংযোজিত হলো মোবাইল ছিনতাই ও পকেটমারদের বাড়বাড়ন্ত এবং এটা ঘটার পেছনে আর কে পুর থানার ঢিলেঢালা দায়িত্ব পালনের কথাই লোক মুখে শোনা যায়। সংবাদ লেখা অব্দি খোয়া যাওয়া মোবাইলের মালিকরা আর কে পুর থানায় ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে সংবাদ সূত্রে জানা যায়।

ক্রীড়াঙ্গন

করোনায় শরীর জম্বির মতো হয়ে গেছে

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে ভারতজুড়ে লকডাউনের দুই মাস পেরিয়ে গেছে। এ সময় খেলা তো দূরে থাক, অনুশীলনও সেভাবে করা হয়নি ক্রিকেটারদের। শুয়ে বসে থেকে অনেকের শরীরে জং ধরে যাওয়ার অবস্থা। নিজের শরীরের এমন অবস্থা দেখে নিজেকে জম্বি মনে হচ্ছে দীনেশ কার্তিকের কাছে।বহুদিন অনুশীলনের বাইরে থাকায় চট করে ক্রিকেটে ফেরা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না কার্তিকের। এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের ধারণা, ফেরার পর ক্রিকেটারদের অন্তত চার সপ্তাহ সময় লাগবে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হতে। ইএসপিএনক্রিকইনফোকে জানিয়েছেন, ''আমার মনে হয় এই যে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন, এটা হতে সময় লাগবে।অন্তত চার সপ্তাহ তো বটেই। ধীরে ধীরে শুরু করতে হবে, তারপর পরিশ্রম বাড়াতে হবে এবং এর পর তীব্রতা।''লকডাউনে ক্রিকেট অনুশীলন করতে না পারা যে শরীরের ওপর ভালোই প্রভাব ফেলেছে সেটা জানিয়েছেন কার্তিক, ''চেন্নাইয়ে লকডাউন নিয়ে কড়াকড়ি একটু কমেছে। আমরা চাইলে এখন অনুমতি নিয়ে অনুশীলনে যেতে পারছি। আমি সেটাই করব ভাবছি। কিন্তু সেটা ধীরে ধীরে করব। আমার শরীর পুরা জম্বি (স্লথ গতির জীবন্মৃত মানব) মুডে আছে। ঘরে বসে আছি, কিছু করছি না।''কার্তিক অবশ্য প্রথম ক্রিকেটার নন যিনি অনুশীলনে যাচ্ছেন। এর মধ্যেই শার্দুল ঠাকুল অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় গত মাসেই স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন জাতীয় দলের এই পেসার। ধীরে ধীরে লকডাউন তুলে নেওয়া হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। তবে এখনো এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার অনুমতি মেলেনি।

''এক মিনিট নীরবতা'' লা লিগায় হতে যাচ্ছে নিয়ম

করোনাভাইরাস ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে স্পেনে। এখন এর তীব্রতা কিছুটা হলেও কমে এসেছে।আর তাই তো আবার শুরু হতে যাচ্ছে লা লিগা। তবে লা লিগা শুরুর আগেই স্মরণ করবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত স্পেনের ২৭ হাজারের বেশি মানুষকে।আগামী বৃহস্পতিবার সেভিয়া ও রিয়াল বেতিসের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে লা লিগা। ম্যাচটি শুরুর আগে করোনায় নিহতদের স্মরণ করে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হবে। শুধু এই ম্যাচেই নয়, লা লিগার প্রতিটি ম্যাচের আগেই এভাবে স্মরণ করা হবে নিহতদের।লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজরা মাঠে ফিরবেন আগামী শনিবার। সেদিন রিয়াল মায়োর্কার বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। পরের দিন এইবারে বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। এসব ম্যাচে তো বটেই, চলতি মৌসুমে দ্বিতীয়-তৃতীয় বিভাগের ম্যাচগুলোসহ সৌখিন ফুটবলের কোনো ম্যাচের আগেও স্মরণ করা হবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া স্প্যানিশ নাগরিকদের।আজ স্পেনের ফুটবল ফেডারেশন আর লা লিগা কর্তৃপক্ষ এক যৌথ বিবৃতিতে ম্যাচের আগে এক মিনিটের নীরবতার বিষয়টি জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''উভয় সংগঠনই করোনায় নিহত মানুষ আর তাদের পরিবারবর্গকে শ্রদ্ধা জানাতে (ম্যাচ শুরুর আগে এক মিনিটের নীরবতা পালনের) সিদ্ধান্ত নিয়েছে।''এই প্রক্রিয়া মূলত শুরু হবে আগামী বুধবার থেকে। লা লিগা বৃহস্পতিবার মাঠে গড়ালেও স্পেনের পেশাদার ফুটবল শুরু হবে সেদিনই। যে ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের দুই দল রায়ো ভায়েকানো ও আলবাসেতে। দল দুটি দ্বিতীয়ার্ধের ৪৫ মিনিটই শুধু খেলবে। এর আগে প্রথম ৪৫ মিনিট খেলার পর ম্যাচটি স্থগিত হয়েছিল।

কোহলির সঙ্গে বন্ধুত্বের রহস্য জানালেন উইলিয়ামসন

মাঠে মুখোমুখি হলে পরস্পরকে কখনোই এতটুকু ছাড় দিতে চান না। কিন্তু মাঠের বাইরে বিরাট কোহলির সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব কেমন উইলিয়ামসনের? প্রজন্মের সেরা দুই ব্যাটসম্যানের বন্ধুত্বের রসায়নটা বেশ পুরোনো। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির সঙ্গে এক যুগ আগে ক্রিকেট মাঠে প্রথম দেখা হয়েছিল নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক উইলিয়ামসনের। সেই থেকে বন্ধুত্বের শুরু দুজনের। আজও এতটুকু ভাটা পড়েনি।২০০৮ সালে মালয়েশিয়ায় অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে প্রথম দেখা হয় দুজনের। সেবার নিউজিল্যান্ডকে সেমিফাইনালে হারিয়ে দেয় ভারত। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন কোহলিরা। বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানের বিপক্ষে খেলতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবানই বলছেন উইলিয়ামসন। দুজনের দ্বৈরথটা কখনো কখনো বেশ উপভোগও করেন কিউই ব্যাটসম্যান। সম্প্রতি স্টার স্পোর্টসের একটি অনুষ্ঠানে উইলিয়ামসন বলেন, ''হ্যাঁ, আমরা ভাগ্যবান যে একে অন্যের বিপক্ষে খেলতে পারি। খুব কম বয়সে আমাদের পরিচয় হওয়া এবং কোহলির উন্নতি দেখতে পাওয়া দারুণ ব্যাপার।''

আইপিএলে ডাক না পেয়ে নিজেকে নগ্ন মনে হয়েছিল ''নতুন কোহলির''

ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি, তা-ও আবার অধিনায়ক হিসেবে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই ২০১২ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে যখন শিরোপা এনে দিলেন উন্মুক্ত চাঁদ, তাঁর ভবিষ্যৎ ঘিরে চাঁদের আলোই দেখছিলেন সবাই। আগ্রাসন, ব্যাটিংয়ের ধরন সব মিলিয়ে চার বছর আগেই ভারতকে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জেতানো বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা হচ্ছিল তাঁর। এই বুঝি নতুন কোহলি পেয়ে গেল ভারত!কোথায় কী! যে উন্মুক্ত চাঁদকে ঘিরে বড় কিছুর স্বপ্ন ছিল, সেই উন্মুক্ত চাঁদের নামের পাশে এত বছর পরও ভারতের জার্সিতে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড হয়নি। আন্তর্জাতিক ম্যাচ কী, ভারত ''এ'' দলেও এখন আর জায়গা হয় না। ২০১৬ সালের পর আইপিএলেও কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁর। তা ২০১৮ আইপিএলে অবিক্রিত থাকার পর নাকি উন্মুক্ত চাঁদের নিজেকে নগ্ন মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, কেউ তাঁর কাপড় ছিড়ে নিয়েছে!ক্যারিয়ারের উত্থানের বদলে পতনই তো দেখেছেন বেশি। ভারতের ক্রিকেটে গত কয়েক বছরে সবচেয়ে বড় হতাশাও সম্ভবত উন্মুক্তই। ২০১৬ সাল পর্যন্ত তবু ভারত এ দল, দিল্লি রাজ্য দল আর আইপিএলে দিল্লি-রাজস্থান-মুম্বাই যে খেলেছেন। কিন্তু ২০১৬ সালের পর এসে যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে উন্মুক্তের ক্যারিয়ার। দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়লেন, এরপর ভারত ''এ'' দল থেকে, তারপর আইপিএলেও থাকলেন অবিক্রিত।কী হয়েছিল, সেটিই ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান ও বর্তমান ধারাভাষ্যকার আকাশ চোপড়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছিলেন উন্মুক্ত। দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে প্রথমে বললেন, ''আমার জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়া। সে সময় (২০১৬) ভারত ''এ'' দলের অধিনায়ক ছিলাম আমি, রান করছিলাম, মুম্বাইয়ের হয়ে আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলছিলাম। এর মধ্যে তাঁরা আমাকে দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।''উন্মুক্তের এরপরের পুরো গল্পটাই যেন প্রতিশ্রুতিভঙ্গের আর হতাশার। প্রথমে দিল্লির দল থেকে বাদ পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, ''আমি তখন শিখর ধাওয়ান

PRESS NIeT. NO. 321EEIDWSIDIVN/UDP/2020-21
Dated : 18-12-2020

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms I Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC I MES I CPWD I Railway / P&T I Other State PWD / Central & State Sector undertaking for the following works :-.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 70/DNeT/SE/DWSD/UDP/2020-21	₹ 67,72,680.41	₹ 67,727.00
2	DNIeT. No. 173/EE/DWSID/MN/UDP/2020-21	₹ 19,07,090.00	₹ 19,071.00
3	DNIeT. No. 175/EE/DWSID/MN/UDP/2020-21	₹ 12,57,845.00	₹ 12,578.00
4	DNIeT. No. 176/EE/DWSID/MN/UDP/2020-21	₹ 23,42,702.00	₹ 23,427.00
5	DNIeT. No. 177/EE/DWSID/MN/UDP/2020-21	₹ 23,15,120.00	₹ 23,151.00
6	DNIeT. No. 178/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 9,60,993.00	₹ 9,610.00
7	DNIeT. No. 184/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 8,41,499.00	₹ 8,415.00
8	DNIeT. No. 185/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 9,79,850.00	₹ 9,799.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 07-01-2021
Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, EMS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 07-01-2021 if possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- 1111, UdaipurlKakraban/KilialRiglAmarpurl Karbook/Ompi and the website https:lI www.tripuratenders.gov.in

(ER D. Chakma)
Executive Engineer DWS Division
Udaipur Gomati District, Tripura

ICA/C-2522/2020-21

PNIet No. 123-127 /EE/DWS/BLG/2020-21
dated 19-12-2020

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites oirbehalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. 11/1/2021 for 4 Nos. Package type IRP & 1 No. supplying drinking by mechanical, carrying under Sepahijala Dist. For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

(Er. M.K. Das)
Executive Engineer DWS
Division, Bishalgarh

ICA/C-2529/2020-21

GOVERNMENT OF TRIPUA PUBLIC WORKS DEPARTMENT OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER KHOWAI DIVISIO HOWAI, TRIPURA
Phone NO. 03825-222243

F0 T-B (For publication in the-focal Dailies) T:le Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invite sealed tender against Press NIT No 16/EE/PWD/KHW/2020-21 Date- 18-12-2020
For disposal of "Old dilapidated semi permanent PHC at Behalabari under Tulasikhar R. D Block, Khowai Tripura". Reserved Price:- 71,531/-
Note All details related PNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 18-12-2020 to 02-01-2021.

(Er. Biswajit Pal)
Executive Engineer Khowai
Division, PWD(R&B)

ICA/C-2535/2020-21

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: - 05/SDO/IES/DMR/2020-2021
DATED: -17/12/2020

The Sub-Divisional officer, Internal Electrification Sub-Division, Dharmanagar invites on behalf of the Governor of Tripura sealed percentage rate tender in P.W.D. Form TRI-7 for the following works up to 5.00 P.M. on 31/12/2020 from the eligible, finam-'.-ally capable and experienced Internal Enlisted Contractors of appropriate class of Tripura PWD/ MES/ RAILWAYS/ CPWD hav,ing valid Electrical License of Tripura Government.

Sl No	DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date and Time for receipt of application for issue of tender form	Time for Completion
1	D.N.I.T. No/SDO/IES/DMR/12/2020-2021	₹ 97127.00	₹ 971.00	Up to 16.00 Hrs on 29/12/2020	10 (Ten) Days
2	D.N.I.T. No/SDO/IES/DMR/13/2020-2021	₹ 48638.00	₹ 486.00		10 (Ten) Days
3	D.N.I.T. No/SDO/IES/DMR/14/2020-2021	₹ 34741.00	₹ 347.00		10 (Ten) Days
4	D.N.I.T. No/SDO/IES/DMR/15/2020-2021	₹ 42732.00	₹ 427.00		10 (Ten) Days
5	D.N.I.T. No/SDO/IES/DMR/16/2020-2021	₹ 128992.00	₹ 1290.00		365 (Three hundred sixty five) Days

Details Tender Notice May be Seen in Office of the Sub-Divisional Officer (Electrical) Internal Electrification Subdivision Dharmanagar.

(Er. S.R Chakraborti)
Sub-DivisibmtrOdicer(Elect.)
Internal Electrification Sub- Division
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-2539/2020-21

জাগরণ 23 December, 2020, Wednesday আগরতলা ২৩ ডিসেম্বর, ২০২০ ইং, ■ ৭ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

প্রধান বিচারপতির দারস্ত ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক ও শান্তনু ভৌমিকের হত্যার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ চেয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আজ ত্রিপুরা হাইর্কোটের প্রধান বিচারপতির কাছে এই ব্যাপারে এক আবেদন করা হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে ২০১৭ সালে রাজ্যে দুজন সাংবাদিকের হত্যা হলেও এখনো পর্যন্ত তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। যার ফলে রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংস এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের কোন সাজা দীর্ঘ ৩ বছর পরেও হয়নি। যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। গত ২০১৭ নভেম্বর হত্যা করা হয় সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিককে। টিএসআরের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের সদর দপ্তরে তাকে ডেকে নিয়ে দিনদুপুরে গুলি করে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ও সিবিআই তদন্তের দাবিতে রাজ্যের সাংবাদিকরা দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন করে। এছাড়া দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত সিবিআই তদন্ত চেয়ে স্মারক লিপি জমা দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে সিবিআই তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। যা দুর্ভাগ্যজনক। এই ব্যাপারে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা গ্রহণ করে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি জানিয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন।

বড়দিন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। বড়দিনের প্রাকলগে সকল রাজ্যবাসীকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বড়দিন, প্রভু যীশুর জন্মোৎসব। সারা বিশ্বের মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন। কিন্তু এবছর করোনা পরিস্থিতির কারণে এক ভিন্নতর আবহে এই উৎসব আয়োজিত হচ্ছে। প্রভু যীশুর বিশ্বজনীন শান্তির বার্তা আমাদের কাছে আজও শাশ্বত ও প্রাসঙ্গিক। পারস্পরিক আদান প্রদান ও সৌভ্রাত'ত্বের বার্তা নিয়ে আসে পবিত্র বড়দিন।

সকলের সুস্থতা, সুখ-সমৃদ্ধি এবং সুন্দরতর রাজ্য গড়ে তোলাই হোক এবারের বড়দিনের প্রার্থনা।

অটল জলধারা মিশনে গোমতী জেলায় পানীয় জলের সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। অটল জলধারা মিশনে গোমতী জেলায় বাড়ি বাড়ি পরিত পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত জেলার ১৮ হাজার ৯৫৫টি পরিবারকে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে মাতাবাড়ি ব্লকে ৩,২৬৭টি, তেপানীয়া ব্লকে ১,৬৪৯টি, কাকড়াবন ব্লকে ৩,৩৩৫টি, কিল্লা ব্লকে ১,৫৪৭টি, অম্পি ব্লকে ১,৩৮৯টি, শিলাছড়ি ব্লকে ১,৪০৭টি, করবুক ব্লকে ২,৪৯১টি, অমরপুর ব্লকে ৩,৪৪২টি, অমরপুর নগর প'ায়েত এলাকায় ১২০টি এবং উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকায় ৩০৮টি পরিবারকে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের উদয়পুর বিভাগের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়িতে আয়োজিত হয় শিব মহা যজ্ঞ। ছবি-নিজস্ব।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে গতকাল জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ক'ষ্ণজিৎ দাস সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের আধিকারিক জানান, এখন পর্যন্ত পশ্চিম জেলার ১২ হাজার ১৯৫টি বাড়িতে অটল জলধারা মিশনে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় নতুন করে ২২টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। পানীয় জলের পাইপ লাইন সম্প্সারণ করা হয়েছে ৯৬.৮৮৪ কিলোমিটার। সভায় মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবর্ষে পশ্চিম জেলার ১,৩৭৮টি মৎস্যজীবি পরিবারকে মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সদর মহকুমার ৮ জন মাছ চাষীকে ৮০০টি পাবদা মাছের খাদ্য এবং মোহনপুর মহকুমার ৮ জন মাছ চাষীকে ৮০০টি গলদা চিংড়ির পোনা এবং মাছের খাদ্য দেওয়া হয়েছে। সভায় আরো জানানো হয়, এবছর জেলার ৪৮ জন দুঃস্থ মৎস্যচাষীকে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে ভর্তকীতে ৩০ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়া হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, মোহনপুর ব্লকের হরিণাখলা, তুলাবাগান ও বিদ্যাসাগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। তাছাড়া খুব শীঘই জিরানীয়া ব্লকের মজলিশপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারে রূপান্তর করা হবে বলেও সভায় জানানো হয়। সভায় উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের আধিকারিক জানান, এবছর জেলার ১৩ হেক্টর জমিতে কলা ও ১৯ হেক্টর জমিতে বাঁশের চাষ করা হয়েছে। সভায় জেলার বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের বিষয়েও আলোচনা হয়। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার(দেব), সহকারি সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য ও স্থায়ী কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ধলাই জেলাভিত্তিক ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়ীর যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এবং ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয়ের সহযোগিতায় আজ আমবাসায় ধলাই জেলাভিত্তিক ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান প্রকল্পের ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়ীর যাত্রা শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আমবাসা মোটর স্ট্যাণ্ডে প্রদীপ প্রজ্জলন করে এক অনুষ্ঠানের সূচনা করে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা বলেন, সমাজে পুরুষ এবং নারী সবার সমান অধিকার রয়েছে। তাই কন্যা সন্তানদেরকেও ছেলে সন্তানদের ন্যায় যত্ন সহকারে পালন করতে অনুরোধ জানান তিনি। তিনি বলেন, কন্যা সন্তানদের অবহেলা করা চলবে না। সমাজ গঠনে পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও সমান ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, গ্রামেগ'কন্যা সন্তানদের যাতে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা হয় তার জন্য এই প্রকল্প বা অভিযান। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ (গোপ) বলেন, মেয়ে সন্তানদের ছেলে সন্তানদের মত লালন পালন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই প্রকল্প। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সালেমার নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক প্রদীপ কুমার সরকার। তাছাড়া ভাষণ দেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান আধিকারিক দীপক লাল সাহা। তিনি এই প্রকল্পটির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিক রিপন চাকমা বলেন, এই ভ্রাম্যমান ভ্যানটি ধলাই জেলায় প্রতিটি মহকুমায় গিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করবে। পাশাপাশি বিভিন্ন হাট বাজারে পথ নাটকের মাধ্যমে কন্যা সন্তান রক্ষা করার উপর প্রচার করা হবে। প্রসঙ্গত উত্তর-পূর্বা'ল পর্ষদের (এন ই সি) আর্থিক সহযোগিতায় ধলাই জেলায় ১৩৮২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ করা হবে। এর মধ্যে তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে প্রাক প্রাথমিক উপকরণ তুলে দেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা এবং ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আমবাসার সিডিপিও শঙ্খ শুভ্র সেন। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ পতাকা নাড়িয়ে প্রচার গাড়ীটির উদ্বোধন করেন।

কুমারঘাটে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। কথা সাহিত্যিক তথা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের স্ষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণের ঊনকোটি জেলাভিত্তিক জন্মজয়ন্তী আগামী ১ জানুয়ারি কুমারঘাট মহকুমায় উদযাপিত হবে। জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠান আগামী ১ জানুয়ারি শুরু হবে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১০৭তম জন্মদিন তাঁর প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শুরু হবে। দু'দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠান সফল করতে কুমারঘাট প'ায়েত সমিতির হলে গতকাল এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিধায়ক ভগবান দাস, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, কুমারঘাট প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হ্যাপি দাস, বিএসি'র চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং, পেঁচারথল বিএসি'র চেয়ারম্যান সজল চাকমা, কুমারঘাটের মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী, জেলা কল্যাণ আধিকারিক মুক্তিপদ পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনা হয় কথা সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ১ জানুয়ারি শিশু শিল্পীদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিকেলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনীর উপর স্কুল ও কলেজস্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বক্ত'তা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজিত হবে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানও। দ্বিতীয় দিন বিকালে আয়োজিত হবে আলোচনাচক্র। এর পর অনুষ্ঠিত হবে লোক সংস্ক'তির অনুষ্ঠান। প্রস্তুতি সভায় বিধায়ক ভগবান দাসকে চেয়ারম্যান ও মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তীকে আহ্বায়ক করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গোমতী জেলার কার্ত্তিকপাড়া ও লেইপেদা পাড়ায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। গোমতী জেলার নুতনবাজার গ্রামীণ হাসপাতালের আওতাধীন কার্ত্তিকপাড়া ও লেইপেদা পাড়াতে গত ১৯ ডিসেম্বর এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৪৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে নুতনবাজার গ্রামীণ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ মিলন ভক্ত জমাতিয়া শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়াও শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রণয় চাকমা, এমপিডব্লিও ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সায়দারপাড় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন পশ্চিম সায়দারপাড় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ১৯ ডিসেম্বর এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২১ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে ডায়ারিয়া, যক্ষা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের প্রতিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাছাড়া আসন্ন পালস পোলিও কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪১ পরিবারে পরিশ্রত পানীয় জলের সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশ্রত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে জল জীবন মিশন শুরু হয়েছে। ন্যাশানাল রুরাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রোগ্রাম এর নাম পরিবর্তন ও পরিবর্ধণ করেই জল জীবন মিশন করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এই লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২০১৮ সালের ২৮ নভেম্বর অটল জলধারা মিশন ঘোষণা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য হলো আগামী ১৫ আগস্ট, ২০২২ এর মধ্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে প্রত্যেকের বাড়িতে পরিশ্রত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। রাজ্যের ৮ লক্ষ ৯৯৭টি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৩০ নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ১ লক্ষ

ছয়ের পাতায় দেখুন

মজলিশপুরে যুবমোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। মজলিশপুর যুব মোর্চার উদ্যোগে মঙ্গলবার জিবি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে এক রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়।রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলেন রাজ্যে ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে।রক্তের সংকট দূর করার লক্ষ্যেই যুব মোর্চার উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।লকডাউন চলাকালে বারোশো ইউনিট রক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে যগান দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।এ ধরনের রক্তদান শিবিরে সংগঠনের সদস্য সহ সকল অংশের মানুষজনকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়নের চেয়ারম্যান আরো বলেন রক্ত দানের চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। রক্তদান করে রক্তদানের তৃপ্তি উপভোগ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বাইসাইকেল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ ডিসেম্বর।। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে বাই সাইকেল বিতরণ করা হয়।বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে ছাত্রীদের মধ্যে বাই সাইকেল বিতরণ করা হয় ন. বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস (দত্ত) এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির নিতাই চৌধুরী, সমাজসেবী সুশান্ত দেব ন. বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর ৫৭ জন ছাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় বাইসাইকেল। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয় দত্ত দাস বলেন, মেয়েদের যাতে সুবিধা হয় সে কথা চিন্তা করে এই সাইকেল দেওয়ার পরিকল্পনা ন সমাজব্যবস্থা দেশকে যদি উন্নয়নে মেয়েদের সমানভাবে শিক্ষিত হতে হবে সেই কথা চিন্তা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মেয়েরা যাতে কোনো অবস্থাতে পিছিয়ে না যায় সে কথা চিন্তা করে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে ন সিপাহীজলা জেলায় ১৫৭ টি বিদ্যালয় এর মধ্যে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের হাতে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি চলছে ন বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ৫৭ জন নবম শ্রেণীর ছাত্রী হাতে বাইসাইকেল দেওয়া হয় ন যারা এই বাইসাইকেল পাবেন বাইসাইকেলটাকে কাজে লাগিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ন আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি একাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্রের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এটা কেন হচ্ছে? জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক এর সাথে আমি কথা বলেছিলাম ছাত্রীদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ন বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন সমাজসেবী সুশান্ত দেব।

তীর্থমুখে মেলার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আসন্ন তীর্থমুখ মেলাকে সার্থকরূপ দেওয়ার লক্ষ্যে গতকাল তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গণে বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, করবুক বি এ সি'র চেয়ারম্যান অসীম ত্রিপুরা, গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী, করবুকের মহকুমা শাসক এল ডার্লং, করবুক ব্লকের বিডিও ডেভিড এল হালাম সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১৩ জানুয়ারি তীর্থমুখ মকর সংক্রান্তির উদ্বোধন হবে। চলবে দুইদিন। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে এই বছর মেলার আয়োজন করা হবে। প্রতিবছরের ন্যায় তর্পণ, অস্থি বিসর্জন, গঙ্গাপূজা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি নিয়মমাফিক চলবে। পূর্নাথীদের রাত্রি যাপনের জন্য আস্থায়ী বিশ্রামাগার গড়ে তোলা হবে। থাকবে পানীয়জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা। এছাড়া পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, চিকিৎসার পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে। আরক্ষা দপ্তর আইন শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত থাকবে। দুইদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বেলবাড়িতে শূকর পালনে সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহযোগিতায় গতকাল বেলবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব বেলবাড়ি ভিলেজ কমিটির অফিস প্রাঙ্গণে রুরাল বেকওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম স্কীমের আওতাধীন ২৫ জন নির্বাচিত সুবিধাভোগীর মধ্যে শুকর ও বাসনপত্র সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এতে মোট ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলবাড়ি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান গনেশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সুবিধাভোগীরা এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হতে পারবেন এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজরি ব্লক এলাকায় শূকর ও মোরগ পালনে ৩৪টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে লালজরি ব্লকের ৪ জন সুবিধাভোগীর প্রত্যেককে ৬টি করে শূকর ও শূকরের জন্য খাদ্য দেওয়া হয়েছে। এরজন্য সুবিধাভোগী পিছু ব্যয় হয়েছে ৯৭ হাজার টাকা। এছাড়াও একই যোজনায় ব্লকের ৩০ জন সুবিধাভোগীকে ৩০টি করে মোরগের ছানা, খাদ্য ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। এতে সুবিধাভোগীপিছু ব্যয় হয়েছে ৫ হাজার টাকা। কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রাণী চিকিৎসালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিশালগড়ে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় বিশালগড় কৃষি মহকুমার বিশালগড় এবং চড়িলাম ব্লক এলাকায় চলতি অর্থবছরের এখন পর্যন্ত ১২ হাজার ৫০০ জন কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই যোজনায় প্রত্যেক কৃষক প্রতি কিস্তিতে ২ হাজার টাকা করে তিন কিস্তিতে ৬ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। বিশালগড় ব্লক এলাকায় নাম নথিভুক্ত করেছেন ৭ হাজার ৬৮০ জন কৃষক এবং চড়িলাম ব্লকে নাম নথিভুক্ত করেছেন ৪ হাজার ৮২০ জন কৃষক। প্রত্যেককে এখন পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছে। বিশালগড় মহকুমা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

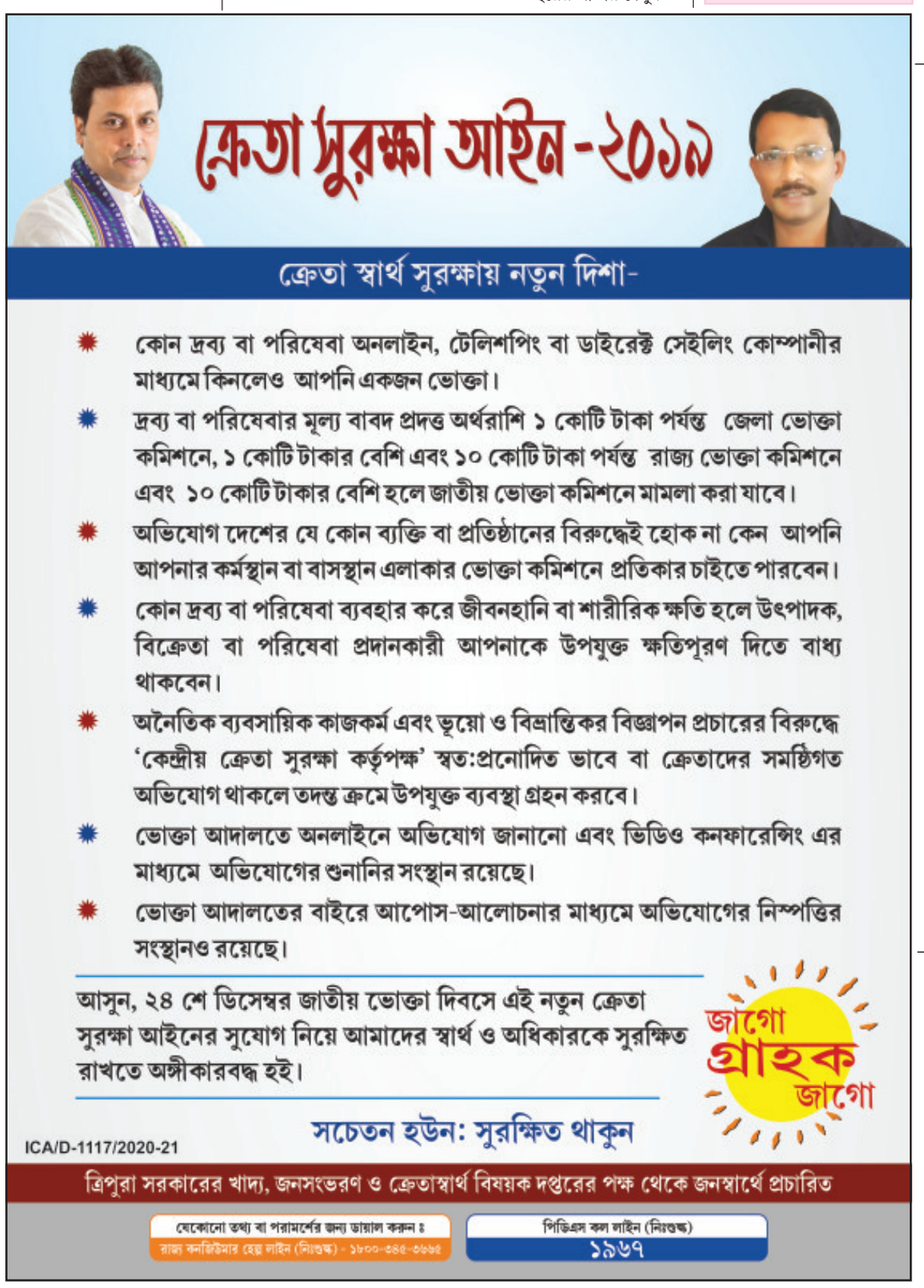

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।